খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

বাংলা নববর্ষ

- বাংলা নববর্ষ পালনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
- ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ কেমন যাবে
- কেন হালখাতা হয় পয়লা বৈশাখে ?
- পয়লা বৈশাখে রসগোল্লা, ইলিশ মাছ

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

TERAI NURSING INSTITUTE

APPROVED BY WBNC & INC

"কন্যাশ্রী" ছাত্রীদের
STUDENT CREDIT CARD মাধ্যমে GNM NURSING COURSE এ ভর্তি করান এবং নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী ক্ষমতায়ন এ একটি বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহন করুন

Free Addmission in Nursing GNM Course

Contact us for more information

99331-76656

www.terainursing.com

শুভ নববর্ষ। ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ।

নতুন আলোয় ভরে উঠুক প্রাণ,
মুছে যাক সকল গ্লানি ও অবসাদ।
১৪৩৩ বঙ্গাব্দের নবপ্রভাতে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।
স্বামী দেবানন্দ মহারাজের বাণীতে প্রেরণা নিয়ে
নতুন বছর হোক শান্তি, সেবা ও সাফল্যের পথে অগ্রযাত্রার সূচনা।

সুধী,
আগামী ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখের সূর্যোদয়ের সাথে সাথে যে নতুন বছর শুরু হবে সেই উপলক্ষে আপনাদের প্রকাশিত 'খবরের ঘন্টা' সংবাদমাধ্যমের সকল পরিচালক, সাংবাদিক এবং কলাকুশলীদের গুরুদেব স্বামী দেবানন্দ মহারাজ আমাদের ট্রাস্টের মাধ্যমে আশীর্বাদ, আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

গুরুদেব স্বামী দেবানন্দ মহারাজের অনুপ্রেরণামূলক বাণী

- "এমন একটি অন্তর তৈরি কর যা সকল অন্তরকে ছুঁয়ে যায়।"
- "জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ সহজ হওয়া"
- "বন্ধু খুঁজো না, নিজে বন্ধু হও"
- "আধ্যাত্মিক পথে চলে মানুষ হৃদয় আবিষ্কার করে"

ধন্যবাদান্তে,
স্বামী দেবানন্দ আশ্রম (ট্রাস্ট)

স্বামী দেবানন্দ আশ্রম (ট্রাস্ট)
মূল আশ্রম-- কৃষ্ণ পুর,নাদরা, পোস্ট বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান,
দিব্য সংযকেন্দ্র-- শিলিগুড়ি

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

শিবেশ ভৌমিক

সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি মহকুমা, দার্জিলিং

SI SURGICAL

বাংলার গর্ব, শিল্পপতি শ্রী সঞ্জয় মুখার্জির সৃষ্ট
বিশ্বমানের স্বাস্থ্য-পরিসেবা প্রতিষ্ঠান
আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপরিচিত।

SYNERGY TOWER, Siliguri - West Bengal's Pride

বাঙালির শিল্পসৃষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত
তিনি, এক অনুপ্রেরণার নাম।

নববর্ষের এই শুভক্ষণে তিনি সকলকে
জানাছেন আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

Key Medical Equipments

উন্নতমানের ও.টি. টেবিল ও লাইট
আই.সি.ইউ. এবং এন.আই.সি.ইউ. সরঞ্জাম
মডুলার ও.টি. ও রিকভারি সেকশন
সব ধরনের সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস
প্যাথোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট

SYNERGY TOWER
Near Thalumus Hospital,
Chunavati,Kamrangaguri-734015

9836237522 / 9432153382
www.sisurgical.co.in

খবরের ঘন্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘন্টা

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

Special Issue

1st April to 30th April **BENGALI NEW YEAR**

বাংলা নববর্ষ, ১লা বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

এপ্রিল ২০২৬ বাংলা নববর্ষ

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kr. Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্ত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

ছোটবেলায় আমার চোখে নববর্ষ........কমলা সরকার.................০৪
বাংলা নববর্ষ পালনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস....স্বপনেন্দু নন্দী.............০৫
নতুন বাংলা বছর ১৪৩৩, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং জ্যোতিষীদের গণনা......................বিপ্লব পাল.................০৭
১৪৩৩ বঙ্গাব্দ কেমন যাবে.......................সুব্রত চক্রবর্তী..........০৮
কেন হালখাতা হয় পয়লা বৈশাখে?.......অরিন্দম সাহা...............০৯
কিভাবে অনলাইনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ব্যবসা করবেন..পল্টন দাস...১২
পয়লা বৈশাখ থেকেই শুদ্ধ বাংলা বানান লেখার শপথ নিন..........................বিশ্বজিৎ পাল...............................১৩
পয়লা বৈশাখ; স্মৃতি, সংকট ও সময়ের পরিবর্তনের গল্প...শিবেশ ভৌমিক..................১৫
পয়লা বৈশাখে মিষ্টির স্বাদে গ্যাস সংকটের তীব্র ছায়া ....পবিত্র সরকার....................................১৬
পয়লা বৈশাখের শপথ; কবে জাগবে বাঙালিয়ানা, কিভাবে ফিরবে সেই চেতনা......................আনন্দ সরকার........১৭
পয়লা বৈশাখে রসগোল্লা, ইলিশ মাছ......মৌমিতা কর..............১৮
কিভাবে শুরু করবেন পয়লা বৈশাখ.......অর্পিতা দে সরকার.......১৮
অক্ষয় তৃতীয়........................কবিতা বনিক.............................২৩
শুভ নববর্ষের আগমন........................কাকলি বসু বিশ্বাস.........২৪
বাংলা কি হারিয়ে যাবে? নাকি নতুন আঙিকে ফিরে আসবে আমাদেরই মাঝে........................পুলক দাস..................২৫
পয়লা বৈশাখে নতুন ভাবনা মানবিক সম্পর্ক ও ডিজিটাল ছোঁয়ায় বাঁচুক পাড়ার খুচরো ব্যবসা.........অপূর্ব মোহন্ত..............২৮
কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফির..................৪১

ঃঃ কবিতা ঃঃ

পয়লা বৈশাখ...................ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল...........................১৯
পয়লা বৈশাখ...................ডাঃ অসমঞ্জ সরকার.......................১৯
শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত........................অশোক পাল......................২৯
সম্প্রীতির বার্তা........................চিত্তরঞ্জন সরকার......................৪২
মা সারদা........................অর্চনা মিত্র...৪৩
শুভ নববর্ষ........................রিঙ্কু মিত্র (পদ্মাল)..........................৪৮

ঃঃ অণুগল্প ঃঃ

গ্যাসের রাজনীতি........................বাপি ঘোষ............................২৯

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

পয়লা বৈশাখে বাঙালিয়ানার স্বাদে সাজ সাজ রব, শিলিগুড়িতে 'চলো বাংলায়'-এর বিশেষ আয়োজন.....২০

পয়লা বৈশাখে 'লোকাল'-এর ডাক, অনলাইন বর্জনের আহ্বান শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী সংগঠনের ২১

অনলাইন বাণিজ্যের চাপে বিপাকে শিলিগুড়ির ক্ষুদ্র ব্যবসা, পয়লা বৈশাখের আগে লড়াইয়ের ডাক খুচরো ব্যবসায়ীদের.....২১

পয়লা বৈশাখে টিকে থাকার লড়াই, অনলাইনকে টক্কর দিতে নতুন কৌশলে শিলিগুড়ির ছোট ব্যবসায়ীরা.....২২

পয়লা বৈশাখে মিস্টিমুখের টানে শ্যামলী মিস্টান্ন ভাণ্ডারে বাঙালির ঐতিহ্যর স্বাদ.....৩০

উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এস আই সার্জিকালের গুরুত্বপূর্ণ পদার্পণ.....৩১

অনলাইন বাণিজ্যের চাপে কোনঠাসা খুচরো ব্যবসা, বিকল্প ভাবনায় হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি.....৩৩

সার্বজনীন উৎসবের রূপে পয়লা বৈশাখ, সম্প্রীতির বার্তা দিলেন স্বপনেন্দু নন্দী.....৩৩

অনলাইনের চাপে ম্লান চৈত্র সেল, কর্মী নিয়োগ বন্ধ শিলিগুড়ির টাউন স্টেশন বাজারে.....৩৪

পয়লা বৈশাখে ঐতিহ্যের ছোঁয়া শিলিগুড়ির গনেশ ভান্ডারে পুজো, ক্যালেন্ডার ও মিস্টিমুখের আয়োজন.....৩৪

অনলাইনকে টেক্কা দিতে প্রচারে জোর, শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে খুচরো ব্যয়সায়েদের নতুন লড়াই.....৩৫

পয়লা বৈশাখে সাংস্কৃতিক আবহ, শিলিগুড়িতে বাংলা নববর্ষ বরণে প্রস্তুত আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি.....৩৫

আধ্যাত্মিকতার আলোকযাত্রা শিলিগুড়িতে সদগুরু স্বামী দেবানন্দ মহারাজের আগমন ঘিরে উৎসাহ.....৩৬

ধোঁয়া ওঠা স্বাদে বদলে যাচ্ছে জীবন, শিলিগুড়ির এক রেস্তোরাঁ আজ বহু তরুনের আশার আলো.....৩৮

শিল্প ও সমাজসেবায় অবদানের স্বীকৃতি, উৎপল সরকারকে সংবর্ধনা খবরের ঘন্টার.....৩৯

ভোটের প্রচারে প্লাস্টিক বর্জনের আহ্বান, দূষণমুক্ত নির্বাচনের বার্তা শিলিগুড়িতে.....৩৯

অনলাইনে সস্তার ফাঁদ! মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যে প্রতারিত ক্রেতারা, সতর্কবার্তা শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীদের.....৪০

চাকরি নয়, শিল্প গড়ার স্বপ্ন ঃ তরুনদের উদ্দেশ্যে অণুপ্রেরনার বার্তা.....৪০

অনলাইন নয়, বাজারেই ফিরুক বাঙালির প্রাণ স্বাস্থ্য, ও ঐতিহ্যে পক্ষে নির্মল পালের বার্তা.....৪৪

গণতন্ত্রের বার্তা ছড়িয়ে শিলিগুড়িতে এসভিইইপি উদ্যোগ আঁকায়, মানবশৃঙ্খলে ভোট সচেতনতার রঙিন ছবি.....৪৫

অসুস্থ শরীর, অদম্য মনোবল ঃ সাহিত্য ও সংগীতে এগিয়ে চলেছেন নির্মলেন্দু ও গোপা দাস.....৪৬

শিলিগুড়িতে ইগনুর ৩৯তম সমাবর্তন 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি' দর্শনে মুক্ত শিক্ষার জয়গান.....৪৮

সম্পাদকীয়

নববর্ষের প্রভাতে ফিরে দেখা শিকড়

আধুনিকতার ভিড়ে বাঙালির আত্মপরিচয়ের খোঁজ

বাংলা নববর্ষ মানে শুধু ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টানো নয়, এটি এক নতুন সূচনা, এক আত্মসমীক্ষার সময়। পুরনোকে বিদায় জানিয়ে নতুনকে বরণ করার এই চিরন্তন উৎসব বাঙালির প্রাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। সাপ্তাহিক খবরের ঘন্টা-র এই বিশেষ সংখ্যায় আমরা সকল পাঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং সমগ্র বাঙালি সমাজকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন;শুভ নববর্ষ ১৪৩৩। সময়ের স্রোতে ভেসে চলতে চলতে আমরা অনেক কিছুই অর্জন করেছি, প্রযুক্তির উন্নতিতে জীবন হয়েছে সহজতর। কিন্তু এই অগ্রগতির মাঝেই কোথাও যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, আমাদের চিরাচরিত পরম্পরা। পয়লা বৈশাখ, হালখাতা, গ্রামবাংলার মেলা, নতুন খাতা-কলমে বছরের সূচনা;এসব একসময় ছিল আবেগের, মিলনের, আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু। আজ সেসব অনেকটাই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে স্মৃতির পাতায়। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের মনে রাখতে হবে, আধুনিকতা মানেই শিকড় ভুলে যাওয়া নয়। বরং প্রযুক্তি ও ঐতিহ্যের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন গড়ে তোলাই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য। অনলাইনের দ্রুততা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি বাজারের আড্ডা, পাড়ার দোকানের আন্তরিকতা, স্থানীয় ব্যবসার প্রতি আস্থা;এসবই গড়ে তোলে এক সুস্থ সামাজিক পরিকাঠামো। নববর্ষ আমাদের শেখায় নতুন করে শুরু করতে, ভুল থেকে শিক্ষা নিতে এবং নিজেদের আরও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। এই দিনটি শুধু উৎসব নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা এবং পরিচয়ের প্রতি এক গভীর দায়বদ্ধতার স্মারক। নতুন প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্যকে পৌঁছে দেওয়া আমাদের সকলের দায়িত্ব। খবরের ঘন্টা বরাবরের মতোই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নির্ভুল, ইতিবাচক এবং সমাজমুখী সংবাদ পরিবেশনে। আমরা বিশ্বাস করি, সংবাদ শুধু তথ্য নয়, এটি সমাজকে আলোকিত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই নববর্ষে আমাদের অঙ্গীকার;আরও বেশি করে সত্য, ইতিবাচকতা এবং মানবিকতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া প্রতিটি মানুষের কাছে। নতুন বছর বয়ে আনুক সুস্বাস্থ্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি। প্রতিটি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক হাসি, ভালোবাসা এবং আশার আলো। আসুন, আমরা সকলে মিলে এই পয়লা বৈশাখে নতুন করে শপথ নিই;নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসবো, ঐতিহ্যকে লালন করবো এবং আগামী প্রজন্মের হাতে তুলে দেবো এক গর্বিত বাংলা পরিচয়।

সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা; শুভ নববর্ষ। শুভ হোক নতুন বছর, শুভ হোক প্রতিটি আগামী দিন।

সকলকে বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই ঃ

সকলকে শুভ নববর্ষ

কমলা সরকার

মতিলাল আবাসন, সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি।

ছোট বেলায় আমার চোখে নববর্ষ

কমলা সরকার (মতিলাল আবাসন, সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)

বাংলা বছরের প্রথম দিনটাকে আমরা নববর্ষ বা ১লা বৈশাখ বলে থাকি।কেন জানিনা জীবনের শেষ বেলায় এসে বার বার ছোট বেলার পয়লা বৈশাখের কথা মনে পড়ে। যখন খুব ছোট ছিলাম তখন ১লা বৈশাখকে একলা বৈশাখ বলতাম। তবে মা পরে ভুল শুধরে দিতো।১লা বৈশাখের আগে দোকান থেকে গোলাপি রঙের খামের ভেতরে নিমন্ত্রণের সুন্দর চিঠি আসত। পয়লা বৈশাখ গনেশ পূজা করে নূতন খাতায় নাম ওঠানো হতো। আগের ধার বাকি শোধ করে নূতন খাতায় নাম ওঠানো কে হালখাতা বলা হয়।এখন কেন জানিনা ছোট বেলার স্মৃতি গুলো মনকে ভীষণ নাড়া দিয়ে যায়। সেইসময় সব বাড়িতেই একই রকম নিয়ম ছিল। সংক্রান্তির দিনে ঝাড়া মোছা হতো আর যত রাজ্যের তেতো ও টক রান্না করা হোতো। তবে পর দিন কব্জি ডুবিয়ে মাছ-মাংস মিষ্টি খাওয়া হতো। মায়ের কাছ থেকে ২৫ পয়সা নিয়ে সুন্দর সুন্দর কার্ড কিনতাম। তার ভেতরে ছড়া লিখতাম।গাছে গাছে ফুল ফুটেছে নববর্ষের ডাক উঠেছে তুমি আমার বন্ধু হও নববর্ষের কার্ড নাওস্ক্ষ্ম। বিকেলে নূতন নূতন জামা কাপড় পরে বন্ধুদের কার্ড দিতে যেতাম।আর একটা জিনিষ সব বাড়িতেই ছিল চিঠি লেখা। বাবা অনেক পোস্ট কার্ড নিয়ে আসতেন। তারপর দূরের গুরুজনদের নববর্ষের প্রনাম জানিয়ে চিঠি লেখা পর্ব চলতো। এখনকার বাচ্চারা এসব আনন্দ থেকে বঞ্চিত মোবাইল ফোনের দৌলতে। সবশেষে বলি বাবার সঙ্গে সন্ধ্যা বেলায় দোকানে হালখাতা করতে যেতাম। মিষ্টির প্যাকেট আর ক্যালেন্ডার নিয়ে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরতাম। আমার ছোট বেলার স্মৃতি গুলো একটু ভাগ করে নিলাম সবার সাথে।

বাংলা নববর্ষ পালনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

স্বপনেন্দু নন্দী

(প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক,হায়দর পাড়া বুদ্ধ ভারতী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,শিলিগুড়ি)

বিশিষ্ট সাহিত্যিক তারাপদ রায় বলেছিলেন, নববর্ষ, নববর্ষ বলে এতো উৎসাহিত হওয়ার কি আছে। আমার দেখা কোনো বর্ষই এক বছরের বেশি টেকেনি। তবুও আমার মতে বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ বাঙালির প্রধান ও সর্বজনীন উৎসব, যা বঙ্গাব্দের প্রথম দিন (১৪/১৫ এপ্রিল) নতুন আশা ও ঐতিহ্যের সাথে উদযাপিত হয়। সম্রাট আকবর ১৫৫৬ সালে (৯৯২ হিজরি) ১০ই মার্চ, কর আদায় সহজ করতে হিজরি ও হিন্দু সৌর পঞ্জিকার সমন্বয়ে ফসলি সন (পরবর্তীতে বঙ্গাব্দ) চালু করেন, যা থেকেই এই উদযাপনের সূত্রপাত।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের সরকার আবার এই পহেলা বৈশাখ দিনটিকে স্মরণ করে ঘোষণা করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস এবং রাজ্য সঙ্গীত হলো, বাংলার মাটি, বাংলার জল.....

সম্রাট আকবরের শাসনকালে (১৫৫৬-১৬০৫) কৃষি খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে হিজরি চান্দ্রপঞ্জিকা থেকে সৌরপঞ্জিকায় রূপান্তরের মাধ্যমে এই সন চালু করা হয়। যদিও কেউ কেউ মনে করেন এটি প্রাচীনকাল থেকে (অর্থাৎ রাজা শশাঙ্কের সময়) প্রচলিত ছিল, তবে আকবরই আনুষ্ঠানিকভাবে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িত ছিল তাই শুরুতে একে 'ফসলি সন' বলা হতো, যা পরে 'বঙ্গাব্দ' বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিতি পায়। এটি কৃষকদের ফসলের চক্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

অতীতে পহেলা বৈশাখে হালখাতা (ব্যবসায়িক হিসাবের নতুন খাতা খোলা) এবং মিষ্টান্ন বিতরণের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা নতুন বছর শুরু করতেন। আমরাও হালখাতা উদযাপনের নামে সন্ধ্যা বেলা দোকানে দোকানে (মূলত বাকি থাকা দোকানে) ঘুরে মিষ্টি ও ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে আসতাম। বর্তমানে পহেলা

সকলকে বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই ঃ
Best Wishes From
KUDO MIXED MARTIAL ART ASSOCIATION
Siliguri, West Bengal
Our Motto
Benefits for kudo MMA
BENEFITS FOR self defense students
1. DISTRICT TOURNAMENT
2. STATE TOURNAMENT
3. NATIONAL TOURNAMENT
4. SCHOOL GAMES OF INDIA KUDO TOURNAMENT
5. INDIA'S BIGGEST MARTIAL ART TOURNAMENT
AKSHAY KUMAR KUDO CHAMPIONSHIP
6. ASIA KUDO CHAMPIONSHIP
7. KUDO WORLD CUP
8. STATE PLAYER OF MARTIAL ARTIST
9. NATIONAL PLAYER OF MARTIAL ARTIST
10. STATE SEMINAR/ KUDO CAMP
BENEFITS FOR KUDO MMA STUDENT'S
1. PHYSICAL FITNESS
2. SELF CONFIDENCE
3. SELF DEFENCE LEARNING
4. HUMANITY DEVELOPMENT
5. SPORTS QUOTA (CENTRAL GOVERNMENT RESERVATION JOB)
6. KUDO RECOGNISED SCHOOL GAMES FEDERATION OF INDIA (SGF)
7. SGFI RECOGNIZED BY MINISTRY OF STATE SEMINAR / KUDO CAMPS YOUTH & SPORTS AFFAIRS GOVERNMENT OF INDIA
8. WELL DISCIPLINE
SHIHAN SAHADEV BARMAN
6th Degree Black Belt
Director of North East India KIFI
State President of Kudo MMA Association West Bengal
Email : kudommawestbengal@gmail.com/sahadevkarate@gmail.com
Ph. no : 9434874839/9800890638
Visit our Website : www.kudowestbengal.org
www.martialartacademy.in

বৈশাখ একটি অসাম্প্রদায়িক লোকউৎসবে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ জাতি ধর্ম ভাষা মিলে মিশে একাকার হয়ে এই দিনটি পালন করে। ঐদিন খুব ভোর থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সঙ্গীত, নৃত্য,বক্তব্য সহ শোভাযাত্রা বের হয় এবং বাংলাদেশে এখনও পান্তা ভাতের সাথে ইলিশ মাছের মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করা হয়।

১৯৬৬ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা দিনপঞ্জি সংস্কার করেন, যা বর্তমান বাংলা বর্ষপঞ্জির ক্যালেন্ডার হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরাসহ বিশ্বের বাঙালিরা অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই দিনটি পালন করে থাকেন। চেষ্টা করেন প্রত্যেকেই সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন জামা কাপড় পরতে এবং ঐদিন প্রতি দিনের থেকে একটুখানি ভালো খাওয়া দাওয়া করতে। বাঙালি জাতির পহেলা বৈশাখ হলো নববর্ষ। এটাই আমাদের আসল নতুন বছর বা নববর্ষ, কিন্তু পশ্চিম দেশীয় সংস্কৃতিতে আমাদের কাছে আজ এটা কেমন কেমন হয়ে গেছে। কারণ আমাদের কাছে পহেলা জানুয়ারি মানেই নতুন বছর। আমরা অনেকেই আছি ১লা বৈশাখ ও ২৫শে বৈশাখ ছাড়া অন্য দিনগুলোর বাংলা তারিখ আমরা মনে করতে পারিনা। আসলে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে আমরা অন্যের সংস্কৃতিকে নিজের সংস্কৃতিতে নিয়ে এসেছি। আমাদের সন বাংলা, আমাদের মাস বাংলা কিন্তু আমরা চলি ইংরেজি অনুযায়ী। অনেকে বলছেন গৌড়ের প্রাচীন হিন্দু রাজা শশাঙ্ক নন, বরং মুঘল সম্রাট আকবরই বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করেছিলেন। কারণ, খাজনা পরিশোধের গরমিলে পড়ে যেত বাংলার কৃষক। তা যাই হোক নতুন এই বঙ্গাব্দের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল কৃষিভিত্তিক কর সংগ্রহকে গতিশীল করা এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্যালেন্ডার নির্ধারণ করা, যাতে কৃষকদের জন্য তা সুবিধাজনক হয়। ধরে নেয়া যেতেই পারে যে, সম্রাট আকবর এই নববর্ষ প্রবর্তন করেছিলেন। আর বাংলা নববর্ষের প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তোলা, আর বিশেষভাবে সে সময় কৃষকদের বৈশাখ মাসে প্রচুর পরিমাণে ফসল ঘরে উঠতো।

আমরা প্রতি বছর ১৪/১৫ এপ্রিলকে (৩১শে চৈত্রের পরের দিন) নববর্ষ রূপে গ্রহণ করি এবং পালন করি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এক সময় সুন্দর সুন্দর ছড়া লিখে বন্ধুদের নববর্ষের কার্ডের লেনদেনের প্রচলন ছিল যেমন,

ফুলের নামটি কৃষ্ণচূড়া
রঙটি তাহার লাল,
তোমার আমার ভালোবাসা
থাকবে চিরকাল।

আর এখন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই শুরু হয় হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ট্যুইটারে শুভেচ্ছা বিনিময় করা যাতে প্রিয়জনের আগামী দিনগুলো ভালো কাটে। তবে সবশেষে এটাই বলতে চাই এই নববর্ষ যেই শুরু করে থাকুক না কেন আমাদের বাঙালিদের প্রাণের উৎসব তাই আমাদের সকলেরই কামনা আগামী বাংলাবর্ষ সকলের ভালো কাটুক।

নতুন বাংলা বছর ১৪৩৩, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং জ্যোতিষীদের গণনা

বিপ্লব পাল (জলপাইগুড়ি)

লেখার বিষয় তিনটি। তিনটি বিষয় একসঙ্গে দেখলে একটি খুবই আকর্ষণীয় চিত্র সামনে আসে। বাস্তব রাজনীতি, মানুষের মনোভাব এবং বিশ্বাস;সব মিলিয়ে এক জটিল কিন্তু প্রাণবন্ত সময়।

বর্তমান বাস্তবতা ভোটের উত্তাপ

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ইতিমধ্যেই রাজ্যের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ইভেন্ট হয়ে উঠেছে। ভোট হবে ২৩ ও ২৯ এপ্রিল, আর ফল প্রকাশ ৪ মে।

বর্তমান পরিস্থিতি বলছে--বড় দুই শক্তির মধ্যে লড়াই খুবই হাড্ডাহাড্ডি।শাসক দল উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পকে সামনে রাখছে।বিরোধী দল নতুন মুখ ও কৌশল নিয়ে মাঠে নেমেছে। ভোটার তালিকা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতিও জোরকদমে চলছে।

১৪৩৩ বঙ্গাব্দের বার্তা

এই নতুন বছরটি যেন তিনটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ

১. সংস্কৃতিপয়লা বৈশাখ বাঙালির ঐক্য ও পরিচয়ের প্রতীক,২. রাজনীতিনতুন সরকার গঠনের সম্ভাবনা;যা আগামী ৫ বছরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে ৩. মানসিকতামানুষ এখন উন্নয়ন, কাজ এবং স্থিতিশীলতা--এই তিনটি জিনিসকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে

১৪৩৩ বঙ্গাব্দ এমন এক সময় শুরু হচ্ছে, যখন বাস্তব রাজনীতি বলছে কঠিন লড়াই,আর সাধারণ মানুষ চাইছে ভালো ভবিষ্যৎ।

সব মিলিয়ে বলা যায়, এই বছরটি শুধু ক্যালেন্ডারের পরিবর্তন নয়;এটি পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

শুভ নববর্ষ ১৪৩৩;নতুন বছর হোক সচেতনতা, শান্তি ও সঠিক সিদ্ধান্তের বছর।

১৪৩৩ বঙ্গাব্দ কেমন যাবে

সুব্রত চক্রবর্তী (আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

১৪৩৩ বঙ্গাব্দ কেমন যাবে প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্টভাবে কেউ বলতে পারে না, কারণ ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করে সময়, পরিস্থিতি এবং মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগের উপর। তবে প্রবণতা, বর্তমান অবস্থা এবং সামাজিক বাস্তবতার ভিত্তিতে একটি ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

নতুন বছরটি শুরু হচ্ছে পরিবর্তনের এক সময় সন্ধিক্ষণে। সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে গত কয়েক বছরের ওঠানামার পর ১৪৩৩ বঙ্গাব্দকে অনেকেই পুনর্গঠনের বছর হিসেবে দেখছেন। কর্মসংস্থান, ছোট ব্যবসা এবং স্থানীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে;বিশেষ করে ডিজিটাল মাধ্যম, ছোট উদ্যোগ এবং স্বনির্ভরতার দিকে ঝোঁক বাড়বে।

আবহাওয়া ও প্রকৃতির দিক থেকে বছরটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। গরমের তীব্রতা, অপ্রত্যাশিত বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক পরিবর্তন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই পরিবেশ সচেতনতা ও প্রস্তুতি এই বছর আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সামাজিকভাবে, মানুষের মধ্যে সংযোগ, সহমর্মিতা এবং একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর প্রবণতা বাড়তে পারে। উৎসব, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য আবারও মানুষের মনকে একত্রিত করবে;যা মানসিকভাবে ইতিবাচক শক্তি জোগাবে।

তবে একটি বিষয় পরিষ্কার;১৪৩৩ কেমন যাবে, তা অনেকটাই নির্ভর করছে আমাদের নিজের সিদ্ধান্ত, পরিশ্রম এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর। যদি আমরা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি, তাহলে এই বছরটি সাফল্য, স্থিতি এবং নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ হতে পারে এক মিশ্র সম্ভাবনার বছর;কিছু চ্যালেঞ্জ থাকবে, কিন্তু সঠিক পদক্ষেপ নিলে সাফল্যের সুযোগও যথেষ্ট।

শুভেচ্ছা রইল;১৪৩৩ হোক আপনার জীবনে নতুন আলো আর নতুন পথের সূচনা।

সকলকে বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই ঃ

CELL 89183 54785
73191 27594

এখনো সমাজে অনেক মানুষ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন। এখনো আমাদের সমাজে অনেক ভবঘুরে রয়েছেন যারা নিদারুন কষ্টে থাকেন। এখনো অনেক মানুষ একটু বস্ত্র বা খাদ্যের জন্য হা পিত্যেশ করেন। আর ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সবসময় এই সব অসহায় মানুষদের পাশে থাকার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনারাও ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই কর্মযজ্ঞে সামিল হউন – সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য গুগুল পে নম্বর বা যোগাযোগ নম্বর ৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR,
WARD NO. 40, SILIGURI-734006

কেন হালখাতা হয় পয়লা বৈশাখে ?

অরিন্দম সাহা(সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)

পয়লা বৈশাখে হালখাতা করার প্রথা মূলত ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। বাংলা নববর্ষকে নতুন শুরুর প্রতীক হিসেবে ধরা হয়, আর সেই কারণেই এই দিনটিতে ব্যবসায়ীরা পুরনো হিসাব মিটিয়ে নতুন খাতা খোলেন।

হালখাতা শব্দটি এসেছে 'হাল' অর্থাৎ নতুন এবং 'খাতা' অর্থাৎ হিসাবের বই থেকে। বছরের শেষ দিনে ব্যবসায়ীরা আগের বছরের দেনা-পাওনার হিসাব বন্ধ করেন এবং পয়লা বৈশাখে নতুন খাতা খুলে নতুনভাবে লেনদেন শুরু করেন। এই প্রথা বহু পুরনো, বিশেষ করে মুঘল আমলে সম্রাট আকবর রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বাংলা সনের প্রচলন করার পর থেকেই এই রীতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

হালখাতার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কও গভীরভাবে জড়িত। এই দিন দোকানদাররা তাদের নিয়মিত ক্রেতাদের আমন্ত্রণ জানান, মিষ্টিমুখ করান এবং অনেক সময় পুরনো বকেয়া টাকা পরিশোধের অনুরোধ করেন। ক্রেতারাও আনন্দের সঙ্গে নতুন বছরের সূচনা করেন।

এটি শুধু একটি হিসাব খোলার অনুষ্ঠান নয়, বরং ব্যবসায়ী ও ক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করার একটি সুন্দর উপলক্ষ। নতুন বছর যেন শুভ ও সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে;এই কামনাই থাকে হালখাতার মূল উদ্দেশ্য।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY

Reg. No. S0007690 of 2019-2020

'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'

আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125

IFSC CODE, SBIN0014549

Google pay, phonepe no 7908846581

কিভাবে অনলাইনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন ছোট ব্যবসায়ীরা

পরিতোষ শীল (শিলিগুড়ি)

পয়লা বৈশাখ শুধু নতুন বছরের সূচনা নয়, এটি আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নতুন করে গড়ে তোলারও এক বিশেষ সময়। এই উৎসবের আনন্দকে আরও অর্থবহ করতে এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সামনে আসছে;অনলাইনের পরিবর্তে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেনাকাটা করার আহ্বান।

গত কয়েক বছরে অনলাইন কেনাকাটার প্রবণতা অনেক বেড়েছে। পোশাক, উপহার সামগ্রী, এমনকি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসও এখন অনেকেই মোবাইলের মাধ্যমে অর্ডার করছেন। এতে সুবিধা থাকলেও এর একটি বড় প্রভাব পড়ছে স্থানীয় খুচরা ব্যবসায়ীদের উপর। পাড়ার ছোট দোকান, বস্ত্র ব্যবসায়ী

সকলকে বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই ঃ

মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আশ্রয় বৃদ্ধাশ্রম

শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল পরিবারের নিঃস্বার্থ উদ্যোগ

নিঃস্বার্থ পরিশ্রম, ভালোবাসা ও মানবিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শিলিগুড়িতে গড়ে উঠেছে 'আশ্রয়' বৃদ্ধাশ্রম। শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল পরিবারের সদস্যদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই এই আশ্রয়স্থল আজ বাস্তব রুপ পেয়েছে। শিলিগুড়ির শিবমন্দির রঙ্গিয়া মোড় সংলগ্ন প্রাইমারি স্কুলের পাশে অবস্থিত এই বৃদ্ধাশ্রমে সম্পূর্ন বিনামূল্যে অসহায় ও পরিত্যক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমাজের অবহেলিত প্রবীণ মানুষদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়াই এই বৃদ্ধাশ্রমের মূল লক্ষ্য। এখানে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় নথি হিসেবে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়।

শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল পরিবারের এই মানবিক কর্মকান্ডকে সাধুবাদ জানিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়ির একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও শহরের শুভানুধ্যায়ীরা। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক বয়স্ক মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা চলছে নিয়মিত। এই মহৎ উদ্যোগে আপনিও চাইলে সামিল হতে পারেন। সহযোগিতা বা বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে--- ৯৭৪৯০৬২৬০৭/৯৬৩৫৭০৭৪২৩ মানবিকতার এই পথে এগিয়ে চলা আশ্রয় বৃদ্ধাশ্রম আজ সমাজের কাছে এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা।

বা মুদিখানার মালিকরা ক্রমশ ক্রেতা হারাচ্ছেন। বিক্রি কমে যাওয়ায় অনেকের পক্ষে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে উঠছে।

অন্যদিকে, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একটি আলাদা ভূমিকা রয়েছে। বিপদের সময়ে তারা ক্রেতার পাশে দাঁড়ান, প্রয়োজন হলে বাকিতে জিনিস দেন, পছন্দমতো পণ্য বদলানোর সুযোগও থাকে। এই মানবিক সম্পর্ক অনলাইনে পাওয়া যায় না। কিন্তু অনলাইনের দামে ছাড়, আকর্ষণীয় অফার এবং সহজলভ্যতার কারণে মানুষ ধীরে ধীরে সেই সম্পর্ক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন সচেতনতা। পয়লা বৈশাখের মতো উৎসব হতে পারে সেই পরিবর্তনের সূচনা। যদি আমরা এই সময় স্থানীয় দোকান থেকে নতুন পোশাক, উপহার বা অন্যান্য সামগ্রী কিনি, তাহলে তা সরাসরি ছোট ব্যবসায়ীদের উপকারে আসবে। পাশাপাশি, স্থানীয় বাজারে অর্থের প্রবাহ বাড়বে, যা পুরো এলাকার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে।

খুচরা ব্যবসায়ীদের পক্ষেও কিছু উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। যেমন;গ্রাহকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা, ন্যায্য দাম রাখা, নতুন ধরনের পণ্য আনা এবং প্রয়োজনে ডিজিটাল পেমেন্ট বা হোম ডেলিভারির সুবিধা চালু করা। এতে তারা আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন এবং ক্রেতাদেরও আকৃষ্ট করতে পারবেন।

সব মিলিয়ে, পয়লা বৈশাখ হোক শুধু উৎসবের দিন নয়, বরং লোকালকে ভালোবাসার এক নতুন অঙ্গীকারের দিন। আমাদের ছোট্ট একটি সিদ্ধান্ত;স্থানীয় দোকান থেকে কেনাকাটা;একজন ব্যবসায়ীর পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে পারে।

কিভাবে গ্যাস সঙ্কটের সঙ্গে যুদ্ধ করে ব্যবসা করবেন?

পল্টন দাস (হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

পয়লা বৈশাখের ঠিক আগে গ্যাস সঙ্কট অনেক ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীর জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে মিষ্টির দোকান, রেস্তোরাঁ, চায়ের দোকান, খাবারের স্টল বা বেকারি;যাদের দৈনন্দিন কাজ সম্পূর্ণভাবে রান্নার উপর নির্ভরশীল;তারা সরাসরি সমস্যার মুখে পড়ছেন।

এই সময়টায় ব্যবসা সাধারণত বাড়ে, কারণ উৎসব উপলক্ষে মানুষ বেশি কেনাকাটা ও খাওয়া-দাওয়া করেন। কিন্তু গ্যাসের অভাবে উৎপাদন কমে যাচ্ছে, অর্ডার ঠিকমতো পূরণ করা যাচ্ছে না, ফলে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়ে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করছেন, যা খরচসাপেক্ষ এবং সবসময় কার্যকরও নয়। এর ফলে পণ্যের দাম বাড়ানোর চাপও তৈরি হচ্ছে, যা আবার ক্রেতাদের উপর প্রভাব ফেলছে।

আরেকটি বড় সমস্যা হলো অনিশ্চয়তা। কখন গ্যাস পাওয়া যাবে, কতটা পাওয়া যাবে;এই অনিশ্চয়তার কারণে ব্যবসার পরিকল্পনা করাও কঠিন হয়ে উঠছে। বিশেষ করে যাদের প্রতিদিনের বিক্রির উপর নির্ভর করে সংসার চলে, তাদের জন্য এই পরিস্থিতি আরও চ্যালেঞ্জিং।

এই সঙ্কট থেকে কিছুটা হলেও বেরিয়ে আসার জন্য কয়েকটি বাস্তবসম্মত পথ রয়েছে। ব্যবসায়ীরা অস্থায়ীভাবে ইন্ডাকশন বা বৈদ্যুতিক চুলার ব্যবহার বাড়াতে পারেন, যদিও এতে বিদ্যুতের খরচ বাড়ে। কেউ কেউ ভাগাভাগি করে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করছেন বা প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন কমিয়ে নিচ্ছেন যাতে সম্পদ অপচয় না হয়। পাশাপাশি, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দ্রুত সরবরাহের দাবি তোলাও গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘমেয়াদে, ব্যবসায়ীদের বিকল্প জ্বালানির দিকে ধীরে ধীরে ঝোঁক বাড়ানো, যেমন এলপিজির পাশাপাশি বৈদ্যুতিক বা অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কিছুটা স্থিতিশীলতা এনে দিতে পারে। একইসঙ্গে, গ্রাহকদের কাছেও পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করলে তারা অনেক সময় সহানুভূতিশীল হন। সব মিলিয়ে, পয়লা বৈশাখের মতো ব্যস্ত সময়ে এই গ্যাস সঙ্কট ব্যবসায়ীদের জন্য বড় ধাক্কা হলেও, সমন্বিত উদ্যোগ ও সচেতনতার মাধ্যমে এর প্রভাব কিছুটা কমানো সম্ভব। এই সময় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোও সমানভাবে জরুরি।

পয়লা বৈশাখ থেকেই শুদ্ধ বাংলা বানান লেখার শপথ নিন

বিশ্বজিৎ পাল (ডাবগ্রাম, শিলিগুড়ি)

পয়লা বৈশাখ মানেই নতুন সূচনা। এই নতুন বছরকে সামনে রেখে শুদ্ধ বাংলা ভাষা ও বানানের চর্চাও হতে পারে আমাদের এক সুন্দর অঙ্গীকার। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া, তাড়াহুড়ো করে লেখা বা ইংরেজির প্রভাবের কারণে অনেকেই অজান্তেই ভুল বানান লিখছেন। কিন্তু কিছু সহজ কৌশল মেনে চললে শুদ্ধ বাংলা লেখা একেবারেই কঠিন নয়।

প্রথমত, নিয়মিত পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা খুব জরুরি। ভালো বাংলা বই, সংবাদপত্র বা প্রবন্ধ পড়লে চোখ নিজে থেকেই সঠিক বানানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায়। ভাষা শেখার সবচেয়ে স্বাভাবিক উপায় হলো পড়া।

দ্বিতীয়ত, শব্দ ভেঙে বুঝে লেখা। অনেক শব্দ আমরা শুনে লিখি, কিন্তু সঠিক বানান জানতে হলে শব্দের গঠন বোঝা দরকার। যেমন সম্মান, নিশ্চয়, ব্যবস্থা;এই ধরনের শব্দে দ্বিত্ব বর্ণ বা যুক্তাক্ষর ঠিকভাবে বসানো গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, কার-ফলা ও মাত্রার সঠিক ব্যবহার শেখা দরকার। ই-কার, ঈ-কার, উ-কার, ঊ-কার বা রেফ, য-ফলা, ব-ফলা;এই বিষয়গুলোতে একটু মনোযোগ দিলেই অনেক ভুল কমে যায়।

চতুর্থত, অভিধান ব্যবহার করার অভ্যাস তৈরি করা। কোনো শব্দ নিয়ে সন্দেহ হলে দ্রুত অভিধান দেখে নেওয়া সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়। এখন মোবাইলেও সহজেই বাংলা অভিধান পাওয়া যায়।

পঞ্চমত, লেখার পরে নিজে পড়ে দেখা। আমরা অনেক সময় তাড়াহুড়োয় লিখে ফেলি, কিন্তু একটু সময় নিয়ে নিজের লেখা পড়ে দেখলে অনেক ভুল চোখে পড়ে যায়।

সবশেষে, চর্চা আর ধৈর্যই মূল চাবিকাঠি। শুদ্ধ বানান একদিনে আয়ত্ত হয় না, কিন্তু নিয়মিত চর্চা করলে তা সহজ হয়ে যায়।

এই পয়লা বৈশাখে আমরা যদি ঠিক করি;শুদ্ধ বাংলা লিখব, সুন্দর বাংলা বলব;তাহলে সেটাই হবে ভাষার প্রতি আমাদের সত্যিকারের শ্রদ্ধা। নতুন বছরের এই অঙ্গীকার বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

সকলকে বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই ঃ

Ph. : 0353-2526499
Cell : +91 9679640492
E-mail : ghoshsamrat18@yahoo.com

SHAMBHUNATH GUEST HOUSE

Making Luxury Affordable

Rasiklal Ghosh Sarani, Opp. Hotel Gateway
Sevoke Road, Siliguri, Pin - 734001, W.B.

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

Gopal Paul

CELL : 98320-52694
98320-48871

Shyamali Mistanna Bhandar

শ্যামলী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

All Kinds of Sweets & Dohi available here

WE TAKE ORDERS ALL KINDS OF PARTY & MARRIAGE

Lala Lajpat Rai Road, Haiderpara Bazar, Siliguri-734006

পয়লা বৈশাখ;স্মৃতি, সংকট ও সময়ের পরিবর্তনের গল্প

শিবেশ ভৌমিক (সভাপতি, বিধান নগর ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি)

লিখতে বসেছি পয়লা বৈশাখ নিয়ে। কিন্তু শুরুতেই বলতে হয়;এই উৎসব কেবল একটি দিন নয়, এটি বাঙালির আবেগ, সম্পর্ক আর ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক অনন্য ঐতিহ্য। বাড়ির সকলে মিলে এই দিনটিকে ঘিরে যে আনন্দ, যে প্রস্তুতি;তা সত্যিই আলাদা মাত্রা এনে দেয়।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। পয়লা বৈশাখের সকালে নতুন পোশাক পরে আমরা প্রথমেই যেতাম শিলিগুড়ির দাগাপুরের বাবা লোকনাথ ঠাকুরের মন্দিরে। সেখানে যজ্ঞ হতো, সামান্য বিনিময়ের মাধ্যমে সুন্দর নিরামিষ প্রসাদ পাওয়া যেত, যা ছিল এক অনাবিল আনন্দের উৎস।

এবারও সেই স্মৃতি মনে নিয়েই গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি;কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। আগের মতো সেই ভিড় নেই। কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলাম, কেন এমন? উত্তরে জানা গেল;জ্বালানি গ্যাসের অভাব। কাঠ কিনে অনেক কষ্টে কাজ চালাতে হচ্ছে। এই উত্তর যেন ভিতরটা নাড়িয়ে দিল।

আমরা যারা ভারতে থাকি, তারা হয়তো সেই যুদ্ধের পরিস্থিতি বা সংকট পুরোপুরি অনুভব করতে পারি না, কিন্তু বুঝতে পারি;গ্যাসের অভাব বাস্তব। যদিও পেট্রোল-ডিজেলের দাম আপাতত বাড়েনি, তবুও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তবে আমার এই লেখার মূল উদ্দেশ্য রাজনীতি নয়, বরং পয়লা বৈশাখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক ব্যবসায়ীর অভিজ্ঞতা। আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার ছোট্ট একটি আনারস বাগান রয়েছে বিধান নগরে, যা দার্জিলিং জেলার একেবারে শেষ সীমান্তে অবস্থিত। এই বাগানই আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে।

আনারস বাগানের জন্য প্রচুর সারের প্রয়োজন হয়। সেই সার আমি পাশের দোকান থেকে নিয়মিত নগদ অর্থে কিনে নিয়ে আসতাম। আবার অনেকে বাকিতে সার নিতেন।যারা বাকিতে সার নিতেন তাদেরকে পয়লা বৈশাখের সময় দেখতাম মিষ্টির প্যাকেট আর ছোটখাটো উপহার দেওয়া হচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে আমার খুব ভালো লাগত। ভাবতাম, যদি আমারও এমন সামর্থ্য থাকত! আবার এমনও ভাবতাম, আমি বাকিতে জিনিস কিনলে এমন মিস্টির প্যাকেট এবং উপহার পেতাম।

আজ আমি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও, সেই পুরোনো অভ্যাস ভুলিনি। পয়লা বৈশাখে যারা নগদে কেনাকাটা করেন, তাদেরই অগ্রাধিকার দিই। একটা সময় ছিল;চৈত্র মাসের শুরুতেই দোকানে ব্যস্ততা বাড়ত। দোকান পরিষ্কার করা, খাতা গুছানো, হালখাতার প্রস্তুতি;সব মিলিয়ে এক উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হতো।

হালখাতার দিন ক্রেতারা আসতেন, পুরনো বাকি মিটিয়ে নতুন করে সম্পর্ক শুরু করতেন। কেউ পুরো টাকা শোধ করতেন, কেউ আংশিক;তবুও সেই সম্পর্কের উষ্ণতা ছিল আলাদা। দোকানে মিষ্টিমুখ হতো, হাসি-আনন্দে ভরে উঠত চারপাশ।

কিন্তু সময় বদলেছে। এখন সেই চিত্র আর তেমন দেখা যায় না। আমার সেই প্রিয় নগদ ক্রেতারা যেন কোথায় হারিয়ে গেছেন। তাদের কথা মনে পড়লে আজও বুকের ভেতর একটা শূন্যতা কাজ করে।

বর্তমানে অনেক ব্যবসায়ীই মিষ্টি বা উপহার দেওয়ার ঐতিহ্য থেকে সরে এসেছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় এখন বেশি প্রচলিত। অনেকেই পয়লা বৈশাখের কার্ড পর্যন্ত তুলে দিয়েছেন।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলতে হয়;পয়লা বৈশাখ কখন আসে, কখন চলে যায়, অনেক ক্রেতাই তা টের পান না। বাংলা ক্যালেন্ডার যেন স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে। হাতে গোনা কিছু ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেউ হালখাতার ঐতিহ্য ধরে রাখছেন না।

একসময় প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বাংলা ক্যালেন্ডার টাঙানো থাকত। নতুন বছরের শুরুতে সেটি নিয়ে চলত এক ধরনের প্রতিযোগিতা। সেই ক্যালেন্ডারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতির স্মৃতি। আজ সেসব যেন অতীতের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে।

তবুও আশা রাখি;আবার ফিরবে সেই দিন। ফিরে আসবে পয়লা বৈশাখের সরলতা, নিষ্পাপতা আর স্বচ্ছ মানসিকতা। এই উৎসব বারবার আসুক, আমাদের জীবনে নতুন পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। বর্তমান বিশ্বের অশান্তি থেমে গিয়ে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র। আর্থিক উন্নতি হোক আপনাদের, আপনার রাজ্যের এবং আমাদের দেশের।

ভালো থাকুক আমার ভারতবাসী, ভালো থাকুক আমার পৃথিবীবাসী।

পয়লা বৈশাখে মিষ্টির স্বাদে গ্যাস সংকটের তীব্র ছায়া

পবিত্র সরকার (আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

পয়লা বৈশাখ মানেই নতুন বছরের আনন্দ, মিষ্টিমুখ, আর ঘরভরা উৎসবের আবহ। কিন্তু এবারের নববর্ষ যেন সেই চেনা ছবির থেকে কিছুটা আলাদা। উৎসব আছে, মানুষ আছে;তবুও কোথাও যেন এক অস্বস্তির ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর তার অন্যতম কারণ গ্যাস সংকট। মিষ্টির দোকানগুলোতে গেলেই এখন সেই প্রভাব চোখে পড়ে। আগের মতো সাজানো রসগোল্লা, সন্দেশ, ল্যাংচা থাকলেও, তাদের দাম বেড়ে গেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। কারণ একটাই;জ্বালানি খরচ। গ্যাসের দাম বৃদ্ধি এবং সরবরাহে অনিশ্চয়তা মিষ্টি তৈরির খরচ অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে দোকানদারদেরও বাধ্য হয়ে সেই বাড়তি চাপ ক্রেতাদের উপর চাপাতে হচ্ছে।

শুধু মিষ্টির দোকান নয়, একই সমস্যার মুখে পড়েছে হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলিও। রান্নার জন্য গ্যাসের উপর নির্ভরতা এতটাই বেশি যে, সরবরাহে সামান্য ব্যাঘাত ঘটলেই পুরো পরিষেবা ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। অনেক জায়গায় বিকল্প হিসেবে কাঠ বা অন্য জ্বালানি ব্যবহার করতে হচ্ছে, যা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল;এবং সেই খরচও শেষ পর্যন্ত ভোক্তার উপরেই এসে পড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যেমন দুশ্চিন্তা বাড়ছে, তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যেও উৎসবের খরচ নিয়ে দ্বিধা তৈরি হয়েছে। পয়লা বৈশাখের মতো একটি আনন্দের দিনে, যেখানে মিষ্টিমুখ আর আপ্যায়ন এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সেখানে খরচের হিসাব কষতে হচ্ছে অনেককেই। তবুও বাঙালির উৎসব থেমে থাকে না। হয়তো আগের মতো জাঁকজমক নেই, হয়তো মিষ্টির পরিমাণ একটু কমেছে;কিন্তু সম্পর্কের মাধুর্য, শুভেচ্ছা আর একসঙ্গে থাকার আনন্দ এখনও অটুট। এই নববর্ষে তাই প্রার্থনা;এই সংকট কাটুক, স্বস্তি ফিরুক বাজারে, আর আবার আগের মতোই মিষ্টির স্বাদে ভরে উঠুক বাঙালির উৎসব।

শুভ নববর্ষ।

With Best Compliments From :-

CELL : 9434308147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com

SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS

C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A

CA

SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

With Best Compliments From :

CELL : 7602243433
9641093691

NEW EKTA
Restaurant And Hotel

Hill Cart Road, Siliguri Junction
Opp. of Heritage Hotel
Siliguri-734003

ektarestaurantandhotel@gmail.com

পয়লা বৈশাখের শপথ; কবে জাগবে বাঙালিয়ানা, কিভাবে ফিরবে সেই চেতনা?

আনন্দ সরকার (দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

পয়লা বৈশাখ এলেই আমরা বলি;নতুন বছর, নতুন শুরু। কিন্তু মনের গভীরে এক প্রশ্ন থেকেই যায়;কবে আবার জাগবে সেই প্রকৃত বাঙালিয়ানা? যে বাঙালিয়ানা ছিল ভাষায়, আচরণে, উৎসবে, সম্পর্কের উষ্ণতায়;আজ তা যেন অনেকটাই ম্লান। আসলে বাঙালিয়ানা হারিয়ে যায়নি, এটি নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে জেগে ওঠার জন্য। সময়ের সঙ্গে জীবনযাত্রা বদলেছে, প্রযুক্তি এসেছে, ব্যস্ততা বেড়েছে;কিন্তু আমাদের শিকড় এখনও সেখানেই রয়েছে। তাই প্রশ্নটা কবে নয়, বরং কিভাবে। বাঙালিয়ানা আবার জাগবে তখনই, যখন আমরা সচেতনভাবে তাকে জীবনের অংশ করে তুলব। প্রথমত, নিজের ভাষাকে ভালোবাসতে হবে। শুদ্ধ বাংলা বলা, লেখা এবং ব্যবহার করা;এটাই বাঙালিয়ানা রক্ষার সবচেয়ে বড় শক্তি। দ্বিতীয়ত, উৎসবকে শুধু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে তার মর্মটা বুঝতে হবে। পয়লা বৈশাখ মানে শুধু নতুন জামা বা ছবি তোলা নয়;এটি সম্পর্কের নবীকরণ, হালখাতার ঐতিহ্য, একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি।

তৃতীয়ত, পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে। ছোটদের কাছে বাংলা সংস্কৃতি, গান, গল্প, ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, লোকসংস্কৃতি;এসবই বাঙালিয়ানা বাঁচিয়ে রাখার মূল ভিত্তি। চতুর্থত, স্থানীয় ব্যবসা ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। পয়লা বৈশাখে স্থানীয় দোকান থেকে কেনাকাটা, হালখাতায় অংশগ্রহণ;এসবের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তি।

সবশেষে, সবচেয়ে জরুরি হলো মানসিকতা। বাঙালিয়ানা কোনো পোশাক নয়, যা ইচ্ছে হলেই পরলাম আর খুলে ফেললাম। এটি এক ধরনের চেতনা;যেখানে আছে সৌজন্য, সংস্কৃতি, সহমর্মিতা এবং নিজের পরিচয়ের প্রতি গর্ব। পয়লা বৈশাখ আমাদের সেই শপথ নেওয়ার দিন;আমরা আমাদের শিকড়কে ভুলব না, আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখব। হয়তো ধীরে ধীরে, ছোট ছোট পদক্ষেপে;কিন্তু নিশ্চিতভাবেই আবার জাগবে বাঙালিয়ানা। আর সেই জাগরণ শুরু হোক আমাদের নিজেদের থেকেই, আজ, এই পয়লা বৈশাখের দিনেই।

শুভ নববর্ষ।

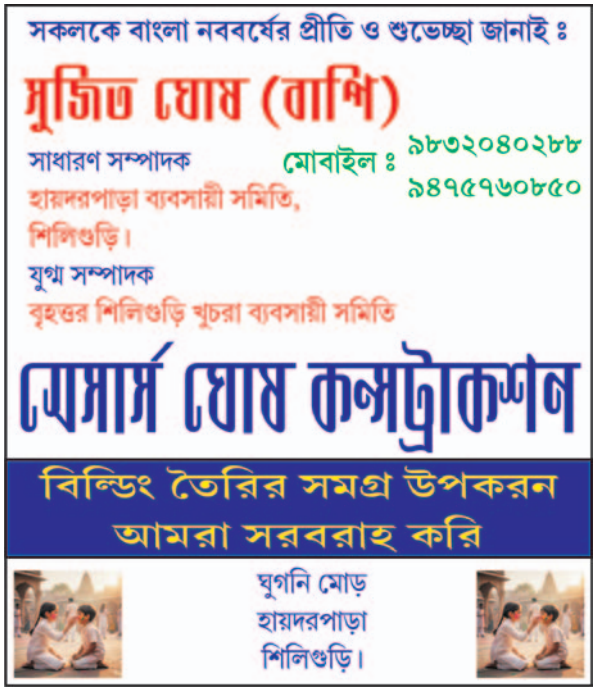

পয়লা বৈশাখে রসগোল্লা, ইলিশ মাছ

মৌমিতা কর (জলপাইগুড়ি)

পয়লা বৈশাখে বাঙালির রসগোল্লা, ইলিশ মাছ আর মিষ্টিমুখ শুধু খাদ্যরুচির বিষয় নয়; এগুলো ইতিহাস, সংস্কৃতি আর প্রতীকের এক গভীর মেলবন্ধন। এই প্রথার পেছনে রয়েছে অর্থনীতি, কৃষি, আবহাওয়া এবং সামাজিক সম্পর্কের বহু পুরনো ধারাবাহিকতা। প্রথমে আসা যাক ইলিশ মাছের প্রসঙ্গে। ইলিশ বাঙালির কাছে শুধু একটি মাছ নয়, এটি এক ধরনের আবেগ ও ঐতিহ্যের প্রতীক। পয়লা বৈশাখ সাধারণত গ্রীষ্মের শুরুতে আসে, যখন নদীতে ইলিশ ধরা পড়ার সময়ও শুরু হয়। সেই কারণে নতুন বছরের শুরুতে ইলিশ খাওয়া নতুনের স্বাদ গ্রহণ করার প্রতীক হয়ে ওঠে। পাশাপাশি, অতীতে কৃষিনির্ভর সমাজে নতুন ফসল ওঠার সময় মানুষ ভালো খাবার খেয়ে আনন্দ করত। ইলিশ সেই আনন্দের অংশ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এটি এক সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়;ইলিশ না হলে নববর্ষ অসম্পূর্ণ।

এবার আসি রসগোল্লা-র কথায়। রসগোল্লা বা অন্যান্য মিষ্টি বাঙালির জীবনে শুভতার প্রতীক। বাংলায় একটি প্রচলিত ধারণা আছে;মিষ্টি দিয়ে শুরু মানে মিষ্টি হবে বছর। নতুন বছরের শুরুতে মিষ্টি খাওয়া তাই এক ধরনের শুভকামনা। ঐতিহাসিকভাবে, বাংলায় মিষ্টি তৈরির ঐতিহ্য খুবই সমৃদ্ধ, বিশেষ করে নবাবি আমল এবং পরবর্তীকালে মিষ্টান্ন ব্যবসার প্রসারের ফলে রসগোল্লা, সন্দেশ, মিষ্টি দই ইত্যাদি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মিষ্টিমুখ করার প্রথাটির পেছনেও রয়েছে সামাজিক ও মানসিক ব্যাখ্যা। পয়লা বৈশাখে ব্যবসায়ীরা হালখাতা করেন;পুরনো দেনা-পাওনা মিটিয়ে নতুন হিসাব খোলা হয়। এই সময়ে ক্রেতাদের মিষ্টি খাওয়ানো হয় শুভেচ্ছা হিসেবে। এর মাধ্যমে ব্যবসায়ী বলতে চান;পুরনো ভুলে যাই, নতুন করে সম্পর্ক শুরু করি। এই মিষ্টিমুখ তাই শুধু খাওয়ানো নয়, এটি সম্পর্কের পুনর্নবীকরণ, সৌহার্দ্য ও বিশ্বাসের প্রতীক।

আরও একটি দিক আছে। আগে গ্রামবাংলায় বা শহরে পয়লা বৈশাখ ছিল এক সামাজিক উৎসব। মানুষ একে অপরের বাড়িতে যেত, শুভেচ্ছা বিনিময় করত। অতিথিকে মিষ্টি খাওয়ানো ছিল আতিথেয়তার অঙ্গ। ধীরে ধীরে এটি উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায়।

সব মিলিয়ে, ইলিশ মাছ নতুনত্ব ও সমৃদ্ধির প্রতীক, আর মিষ্টিমুখ শুভতা ও সম্পর্কের মাধুর্যের প্রতীক। এই দুইয়ের মিলনেই পয়লা বৈশাখ হয়ে ওঠে বাঙালির জীবনের এক অনন্য সাংস্কৃতিক উৎসব; যেখানে খাবারের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে ইতিহাস, আবেগ আর নতুন আশার গল্প।

কিভাবে শুরু করবেন পয়লা বৈশাখ

অর্পিতা দে সরকার (বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি)

পয়লা বৈশাখ শুধু নতুন বছর শুরুর দিন নয়, এটি নিজের জীবন, সম্পর্ক এবং মানসিকতাকে নতুন করে সাজানোরও একটি সুযোগ। এই দিনে কিছু সহজ কিন্তু অর্থবহ কাজ আমাদের জীবনকে আরও সুন্দর করে তুলতে পারে।

সকালের শুরুটা হতে পারে পবিত্রতার অনুভূতি দিয়ে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে পরিষ্কার পোশাক পরা, বাড়িতে ছোট করে পুজো বা প্রার্থনা করা;এসব আমাদের মনকে এক নতুন শান্তি দেয়। অনেকেই এই দিনে মন্দিরে যান বা ঈশ্বরের কাছে নতুন বছরের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

এই দিনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সম্পর্ক। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো, বড়দের প্রণাম করা এবং ছোটদের আশীর্বাদ দেওয়া;এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলোই সম্পর্ককে আরও গভীর করে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের শুভ নববর্ষদ জানানোও এই দিনের একটি সুন্দর রীতি।

ব্যবসায়ীদের জন্য পয়লা বৈশাখ মানেই হালখাতা। পুরনো হিসাব মিটিয়ে নতুন খাতা খোলা শুধু অর্থনৈতিক নয়, সম্পর্কের নতুন শুরুও বটে। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বিশ্বাস ও সৌহার্দ্য বাড়ানোর এ এক চমৎকার ঐতিহ্য।

এই দিনে নিজের জীবনের দিকেও একটু তাকানো দরকার। গত বছরের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নেওয়া, নতুন লক্ষ্য স্থির করা;এসবই নতুন বছরের প্রকৃত তাৎপর্য। কেউ নতুন কাজ শুরু করেন, কেউ নতুন পরিকল্পনা করেন;সবকিছুই এগিয়ে যাওয়ার পথ তৈরি করে।

পাশাপাশি, সমাজের প্রতিও আমাদের কিছু দায়িত্ব থাকে। এই দিনে যদি সম্ভব হয়, দরিদ্র বা অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানো, খাবার বা প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সাহায্য করা;এগুলো পয়লা বৈশাখের আনন্দকে আরও অর্থবহ করে তোলে।

সবশেষে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজের সংস্কৃতিকে সম্মান করা। বাংলা ভাষা, বাংলা পোশাক, বাংলা খাবার;এসবের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের পরিচয়। তাই এই দিনে অন্তত নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসার চেষ্টা করা উচিত।

পয়লা বৈশাখ আমাদের শেখায়;নতুন করে শুরু করতে কখনও দেরি হয় না। তাই এই দিনটি হোক আত্মশুদ্ধি, ভালোবাসা আর নতুন আশার এক সুন্দর সূচনা। শুভ নববর্ষ।

পয়লা বৈশাখ

ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
(বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, শিলিগুড়ি)

এসো হে বৈশাখ
বাংলার হৃদয়ে,
বসন্তের বিদায়
গ্রীষ্মের ছোঁয়ায় ।
চারিদিকে যুদ্ধের দামামা,
আকাশে লেলিহান শিখা।
দূষনে বিদ্ধ বিশ্ব,
প্রাচ্য পাশ্চাত্য নিঃস্ব।
পশ্চিম এশিয়ায় হানাহানি,
দেশে বিদেশে মূল্যবৃদ্ধির হাতছানি।
শেয়ার এ নেমেছে ধস,
উর্ধ্বমুখী এলপিজি গ্যাস।
প্রশ্নে সাধারণের জীবিকা,
সরকারের কি ভূমিকা?
আগত নববর্ষের সনে,
খেলিছে বাঙালির মনে,
খুলিবে বণিক হালখাতা,
আশায় বর্ধিত ভাতা।
চৈতির সেলে চলে কেনাকাটি।
চারদিকে বিজ্ঞাপনের ফাটাফাটি।
আশায় বাঁধে মন,
কবে আসবে শুভক্ষণ,
হোক শুভবুদ্ধির উদয়,
শান্ত হোক এই প্রলয়।

পয়লা বৈশাখ

ড অসমঞ্জ সরকার
(অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

পয়লা বৈশাখ এলরে আজ ।
নূতন ভোরের আলোর সাজ।
নব রবির কিরণে ভরা।
নূতন তেজ নব উদ্যোগ।
আজ সবার সাথে সবার আগে।
গাইব মোরা সাম্যের গান।
যে গান বাজে সবার কানে।
সবার মনে ক্ষণে ক্ষণে।
আজ সবার প্রানে বারে বারে।
তোলরে ঝড় ঘরে বাইরে।
সে ঝড় যেন না যায় থেমে।
চলুক সে তার পথ চিনে।
আশার আলো জ্বলবে রে ভাই।
সকল হৃদয় মাঝে,নিশ্চয়ই।
আসবে সুদিন আসবে।
যেদিন সবাই আপন মনে ।
আপন ভেবে সবার সনে।
মিলে-মিশে চলবে পথে।
বাঁধন হারা প্রাণের টানে।
আজ সবাই মিলে বলব মোরা।
নাইকো খেদ, গড়বো মোরা।
সোনার ভারত, মোদের ভারত।
সবার সেরা, এদেশ মোদের।
রবীন্দ্র, নজরুল, বিবেকানন্দের।
লহ প্রণাম, বীর সন্তান ভারতের।

পয়লা বৈশাখে বাঙালিয়ানার স্বাদে সাজ সাজ রব, শিলিগুড়িতে ‘চলো বাংলায়’-এর বিশেষ আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃপয়লা বৈশাখ বাঙালির জীবনে শুধু নতুন বছরের সূচনা নয়, এটি এক অনন্য সাংস্কৃতিক উৎসবের প্রতীক। এই দিনকে ঘিরে যেমন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আড্ডার আবহ তৈরি হয়, তেমনই খাবারের আয়োজনও বাঙালির উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই ঐতিহ্যকে সামনে রেখেই শিলিগুড়িতে ভোজনরসিকদের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছে মাতঙ্গিনী ক্যাটারারের চলো বাংলায় ।

শহরের আশিঘর মোড়ে অবস্থিত এই রেস্তোরাঁটি বাঙালিয়ানার ছোঁয়ায় অনন্যভাবে সজ্জিত। রিকশা, লণ্ঠন, পুরনো টেলিফোন বুথের মতো উপকরণ দিয়ে সাজানো অভ্যন্তর এক আলাদা নস্টালজিয়ার আবহ তৈরি করে। পাশাপাশি উত্তম-সুচিত্রার ছবিতে সজ্জিত দেয়াল যেন অতীতের সোনালি দিনের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে।

খাবারের তালিকাতেও রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ। রেস্তোরাঁর কর্ণধার সঞ্জীব কুমার দাস জানান, এবারের পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে ভেটকি মাছের নানা বিশেষ পদ প্রস্তুত করা হচ্ছে। মিষ্টির মধ্যে থাকছে তাঁদের নিজস্ব তৈরি বিশেষ সন্দেশ, পাশাপাশি জনপ্রিয় রসগোল্লাও। এছাড়াও রসনা তৃপ্তির জন্য রাখা হয়েছে আরও নানা ধরনের বাঙালি খাবার।

তিনি আরও জানান, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতিতেও খাবারের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই এই উৎসবের স্বাদ উপভোগ করতে পারেন। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার কথা মাথায় রেখে ডায়াবেটিস বা পেটের সমস্যায় ভোগা গ্রাহকদের জন্যও অর্ডার অনুযায়ী বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত করা হয়।

বাংলা নববর্ষের দিনে বাঙালিয়ানার স্বাদ নিতে আগ্রহীদের জন্য ‘চলো বাংলায়’ ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছে একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য। যোগাযোগের জন্য দেওয়া হয়েছে একাধিক নম্বরও, যাতে গ্রাহকেরা সহজেই অর্ডার বা বুকিং করতে পারেন। নম্বরগুলো হলো, ৯৪৩৪৪৯৮৪৯৪/৯৮৩২০১৫৫৮৩ এবং টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০১২৩৮০২২

পয়লা বৈশাখে ‘লোকাল’-এর ডাক, অনলাইন বর্জনের আহ্বান শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃপয়লা বৈশাখের প্রাক্কালে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন শিলিগুড়ি এনজেপি মেইন রোড ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কমল দেব। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা;অনলাইন কেনাকাটার পরিবর্তে পাড়ার দোকান ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে কেনাকাটা করুন।

বর্তমানে পোশাক থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় মুদিখানার সামগ্রী;সবকিছুই অনলাইনের মাধ্যমে কেনার প্রবণতা অনেক বেড়েছে। এর ফলে বিপাকে পড়ছেন এলাকার ছোট ও খুচরা ব্যবসায়ীরা। অথচ, প্রয়োজনের সময়ে এই স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই ক্রেতাদের পাশে দাঁড়ান এবং নানা ভাবে সহায়তা করেন।

কমল দেব জানান, অনলাইন কেনাকাটায় নানা অসুবিধাও রয়েছে। অনেক সময় পণ্য আকারে ছোট-বড় হয় বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, যা সহজে করা যায় না। অন্যদিকে, স্থানীয় দোকান থেকে কেনাকাটা করলে সেই পণ্য সহজেই বদল করা সম্ভব। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পরিচিত ক্রেতাদের জন্য বাকিতে জিনিস নেওয়ার সুযোগও থাকে, যা অনলাইনে পাওয়া যায় না।

এই প্রেক্ষিতে আসন্ন নববর্ষকে সামনে রেখে তিনি সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, অনলাইন কেনাকাটা এড়িয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই কেনাকাটা করতে। তাঁর মতে, এতে একদিকে যেমন স্থানীয় অর্থনীতি চাঙা হবে, তেমনই ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও আরও মজবুত হবে।

অনলাইন বাণিজ্যের চাপে বিপাকে শিলিগুড়ির ক্ষুদ্র ব্যবসা, পয়লা বৈশাখের আগে লড়াইয়ের ডাক খুচরা ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ি, যা দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যনগরী হিসেবে পরিচিত, প্রতিদিনই ভিড় জমায় পাহাড়ি এলাকা, প্রতিবেশী রাজ্য এবং এমনকি প্রতিবেশী দেশ থেকেও আগত ক্রেতাদের উপস্থিতিতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে প্রতিযোগিতাও। কিন্তু এই বৃদ্ধির মধ্যেই এক গভীর সঙ্কটে পড়েছেন স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা।

অনলাইন কেনাকাটার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এবং শপিং মলের আধিপত্যের ফলে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ টাকা শহরের বাইরে চলে যাচ্ছে। এতে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন শিলিগুড়ির ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি নিয়ে পয়লা বৈশাখের প্রাক্কালে আবারও সরব হয়েছেন বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব রায়মুহুরি।

তিনি জানিয়েছেন, বর্তমানে শিলিগুড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা মিলিয়ে মোট ১০৩টি ব্যবসায়ী সংগঠন এই সমিতির অধীনে কাজ করছে। সব মিলিয়ে নথিভুক্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংখ্যা প্রায় ৩৭ হাজার। দিনকে দিন তা বাড়ছে।উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাই বিপুল পরিমাণ বিক্রয় কর প্রদান করে রাজ্যের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের ব্যবসা কার্যত তলানিতে এসে ঠেকেছে।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যবসায়ী সংগঠন ইতিমধ্যেই নতুন কৌশল গ্রহণ করতে চলেছে। বিপ্লব রায়মুহুরি জানান, ছোট, মাঝারি

এবং বড়;সব ধরনের ব্যবসায়ীদের একত্রিত করে তাঁরাও এবার অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের পরিকল্পনা করছেন। পাশাপাশি, ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন পণ্যে ছাড় দেওয়া এবং হোম ডেলিভারি পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সামনে বাংলা নববর্ষ এবং হালখাতার সময়কে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীরা নতুন উদ্দীপনায় নিজেদের প্রস্তুত করছেন। বিপ্লববাবুর মতে, স্থানীয় দোকান থেকে কেনাকাটার ক্ষেত্রে ক্রেতারা বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা পান;যেমন বাকিতে পণ্য কেনার সুযোগ, কিংবা পণ্য খারাপ বা সাইজ ঠিক না হলে সহজেই তা পরিবর্তন করার সুবিধা। যা অনলাইন কেনাকাটার ক্ষেত্রে অনেক সময় জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রেক্ষাপটে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বাঁচাতে এবং শহরের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃত্ব। তাঁদের মতে, স্থানীয় ব্যবসাকে সমর্থন করলেই টিকে থাকবে শিলিগুড়ির নিজস্ব অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক ঐতিহ্য।

পয়লা বৈশাখে টিকে থাকার লড়াই,অনলাইনকে টক্কর দিতে নতুন কৌশলে শিলিগুড়ির ছোট ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃবাংলার অন্যতম প্রধান উৎসব পয়লা বৈশাখকে ঘিরে নতুন জামাকাপড় কেনার ঐতিহ্য আজও অটুট। প্রতি বছরই নববর্ষকে সামনে রেখে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা নতুন সংগ্রহ নিয়ে প্রস্তুতি নেন। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনলাইন শপিং ও বড় বড় মলের প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় ছোট ব্যবসায়ীরা পড়েছেন চরম প্রতিযোগিতার মুখে। তবুও হার মানতে নারাজ তারা;বরং নতুন কৌশল নিয়েই শুরু হয়েছে টিকে থাকার লড়াই।

চৈত্র সেল, আকর্ষণীয় ছাড় ও বিভিন্ন অফারের মাধ্যমে ক্রেতাদের টানতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত ব্যবসায়ীরা। অনেক এলাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু হয়েছে হোম ডেলিভারি পরিষেবাও। শিলিগুড়ির মহাবীরস্থান সংলগ্ন কালীবাড়ি রোড;এক সময়ের জমজমাট পুরনো বাজার;সেখানকার ব্যবসায়ীরাও এবার নতুনভাবে নিজেদের সাজিয়ে তুলছেন।

তবে সমস্যা একটাই;থানা মোড় থেকে রেলগেট পর্যন্ত প্রতিদিনের যানজট। এই যানজটের জেরে বহু ক্রেতাই সরাসরি দোকানে এসে কেনাকাটা করতে অনীহা প্রকাশ করছেন। ফলে ব্যবসায় বড় ধাক্কা লেগেছে। শিলিগুড়ি কালীবাড়ি রোড ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দীপক চন্দ্র দে জানান, তআগে পয়লা বৈশাখের আগে এত ভিড় থাকত যে দম ফেলার সময় পাওয়া যেত না। এখন সেই চিত্র নেই। ব্যবসা প্রায় চল্লিশ শতাংশ কমে গিয়েছে।দ

তবে হতাশ না হয়ে ব্যবসায়ীরা এখন নতুন ভাবনায় এগোচ্ছেন। বিভিন্ন অফার, ছাড়ের পাশাপাশি হোম ডেলিভারি পরিষেবার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। দীপকবাবুর কথায়, তঅনলাইনে কেনাকাটায় আগে থেকেই পুরো টাকা দিতে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে ক্রেতারা অনেক সময় বাকিতেও জিনিস নিতে পারেন। এছাড়া অনলাইনে পণ্য বদলাতে গিয়ে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়, অথচ স্থানীয় দোকান থেকে কেনাকাটা করলে সহজেই বদল করা যায়।

--

এই প্রেক্ষাপটে দীপক চন্দ্র দে-র ৫৮ বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান ‘শিলিগুড়ি হোসিয়ারী হাউস এন্ড রেডিমেড গার্মেন্টিস’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালীবাড়ি রোডে অবস্থিত এই দোকানে পুরুষদের গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া থেকে শুরু করে মহিলাদের ব্রা, পেন্টি;সবই পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি রয়েছে মোজা ও বিভিন্ন হোসিয়ারি পণ্য। বিশেষ করে তউত্তম কুমার গেঞ্জিদ-র চাহিদা নাকি এখনও বেশ তুঙ্গে।

বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানেও যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল পরিষেবা। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অর্ডার দিয়ে অনলাইন পেমেন্ট করেও পণ্য বুক করা যাচ্ছে, এবং সুবিধামতো হোম ডেলিভারিও দেওয়া হচ্ছে। যোগাযোগের নম্বর ৯৪৭৫৯৬১৩৪৩।

সব মিলিয়ে বলা যায়, চ্যালেঞ্জ যতই থাকুক;উদ্ভাবনী ভাবনা ও গ্রাহককেন্দ্রিক পরিষেবার মাধ্যমে ছোট ব্যবসায়ীরা নতুন করে নিজেদের জায়গা করে নিতে চাইছেন। আর এই লড়াইয়ের গল্পই তুলে ধরছে ‘খবরের ঘন্টা’;যেখানে প্রতিটি ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টা ও সম্ভাবনার কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার সুযোগ।

অক্ষয় তৃতীয়া

কবিতা বণিক (মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

অক্ষয়্যাং তৃতীয়ায়াং শুভায়াং পুন্যদায়িনীম্।
লক্ষ্মী-নারায়ণং বন্দে সর্বসিদ্ধি-প্রদায়কাম্‌গ্ধ

অর্থাৎ, এই পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে আমি লক্ষ্মী-নারায়ণকে প্রণাম করি, যাঁরা সকল সিদ্ধি ও কল্যাণ দান করেন।

মহালক্ষ্মীকে প্রণাম;যিনি ধন ও সমৃদ্ধির দেবী, ভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম;যিনি বিশ্বরক্ষক

এই দিনে ভগবান বিষ্ণু এবং মা লক্ষীর পূজা করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, তাঁদের আশীর্বাদে ধন-সম্পদ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি পায়। পাণ্ডবদের বনবাসে থাকার সময় এই দিনেই সূর্যদেব তাঁদের অক্ষয় পাত্র দেন;যা কখনো খালি হতো না। খাদ্য ও পানীয়ের ঘাটতি হতো না এই দিনটিতে। ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীকে রাক্ষসদের হাত থেকে বাঁচাতে পরশুরামের অবতার গ্রহণ করেন। তাই পরশুরামের -এর জন্মতিথি বলেও মানা হয় এই তিথিকে। পরশুরামকে ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষক ও যোদ্ধা দেবতা বলেও মানা হয়

এই শুভ তিথিতেই ভগবান গণেশ মহাকাব্য মহাভারত রচনা শুরু করেছিলেন। এই দিন নর নরায়ণ ঋষি ধরাতলে এসেছিলেন। মা গঙ্গা নদী এই দিনেই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। বদ্রীনাথ ধামে ভগবান বদ্রীবিশালের পট দর্শনের জন্য সর্বসাধারণের জন্য খোলা হয়। বৈশাখ মাসের গরমে ভগবানের দেহ শীতল রাখার জন্য এই তিথিতেই ভগবানকে চন্দন লাগানো শুরু করা হয়। আজকের তিথিতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা সুদামার সাথে অপূর্ব লীলা করেছিলেন। সুদামা শ্রীকৃষ্ণের জন্য আনা একমুঠো চিঁড়ের বিনিময়ে শ্রীকৃষ্ণ তার গরিবী দূর করেছিলেন।

অক্ষয় তৃতীয়া হল এমন একটি দিন, যেদিন মানুষের শুভকর্ম, ভক্তি ও দানের মাধ্যমে জীবনে স্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি আসবে;এই বিশ্বাসে মানুষ এই দিনটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আনন্দের সঙ্গে পালন করে। আজও এই তিথিতেই অন্ন, জল দান এক বিশেষ দান বলে মানা হয়। সবকাজই অক্ষয় হয়ে থাকে । পূণ্য কাজ হোক বা কুকর্ম হোক সবই অক্ষয় হয়ে থাকে।

সত্যযুগ ও ত্রেতা যুগের শুভারম্ভ এই শুভ তিথিতেই হয়েছিল। সনাতনীরা এই তিথিতে ব্রত উপবাস খুব পূজা পাঠ, কীর্তন ভজন করেন সারাদিন।

বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিকেই বলা হয় অক্ষয় তৃতীয়া তিথি। এই তিথিতে শুভ কাজ , নুতন ব্যবসা শুরু করা, গৃহ প্রবেশ, মঙ্গল কাজ, পূজো, গঙ্গা স্নান, অন্ন, বস্ত্র, জল দান, বৃক্ষ রোপণ, নানান সেবা মূলক কাজ, বিবাহ ইত্যাদি করা হয়। যা কিনা এই তিথিতে চিরস্থায়ী শুভ ফল দেয়। এই তিথির শুভ রূপ দেখি রবি ঠাকুরের গানে ;

নিবিড় অমা-তিমির হতে বাহির হল জোয়ার-স্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।
ভরিল ভরা অরূপ ফুলে, সাজালো ডালা অমরাকূলে
আলোর মালা চামেলি-বরণী।।

শুভ নববর্ষের আগমন

কাকলি বসু বিশ্বাস (দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

ঋতুরাজ বসন্ত রঙে রঙে রঙিন হয়ে ঝরা পাতায় তার উচ্ছাস উড়িয়ে দিয়ে ফিরে এসেছে নতুন বছরের বার্তা নিয়ে।

পুবের আকাশে রাঙা হয়ে উদিত হয়েছে যেন এক নতুন সূর্য। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে শঙ্খের মঙ্গল ধ্বনি, পাখিদের কল- কাকলিতে ভরে উঠেছে বন বনান্ত, নদীর তরঙ্গে ভেসে ভেসে আসছে নতুন বছরের বার্তা, একরাশ মাধবীলতা তার সুগন্ধে নিয়ে এসেছে যেন এক অপরূপ মাদকতা, তার সুগন্ধে যেন ভরিয়ে দিয়েছে ত্রিজগত।

১লা বৈশাখ বাঙ্গালীর একরাশ খুশি আর আনন্দের উৎসব, যেন ছেলেবেলা হাতছানি দিয়ে পিছু ডাকে, নতুন জামা কাপড় পরে পরিবারের সাথে দোকানে দোকানে ঘুরে মিষ্টি খাওয়া।

এই উৎসবের তাৎপর্য হল একতা, সামাজিক মেল- বন্ধন যা হারিয়ে ফেলা যায়না, পবিত্র ভালোবাসায় তৈরি হবে আমাদের সামাজিক একতা, সৃষ্টি হবে এক নতুন সুর সেই সুরে বাঁধা হবে নতুন সৃষ্টির জয়গান, যেখানে ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, জাতের পার্থক্য থাকবেনা। আমাদের মেল- বন্ধনের, নতুন উদ্যমে আমরা গড়ে তুলবো এক নতুন সমাজ,নতুন পৃথিবী, হিংসা, লড়াই নয়।

শুভ নববর্ষে সূর্যের আলোর ছটায় সবার জীবন হয়ে উঠুক আলোকিত, ঢেকে যাক অমাবস্যার অন্ধকার, শঙ্খের মঙ্গল ধ্বনিতে ধ্বনিত হোক সুস্থ ও মঙ্গলময় জীবন।

বাংলা কি হারিয়ে যাবে ? নাকি নতুন আঙিকে ফিরে আসবে আমাদেরই মাঝে

পুলক দাস(রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি)

বাংলা ক্যালেন্ডার যদি ঘরের দেওয়াল থেকে নেমে যায়;তবু কি বাংলা সময় থেমে যাবে?

শুভ নববর্ষের কার্ড যদি আর ডাকপিয়নের ব্যাগে না আসে;তবু কি মুছে যাবে শুভ নববর্ষ-এর উষ্ণতা?

আজ বাংলার বহু ঘরের ছেলে-মেয়েরা ইংরেজি মাধ্যমে দৌড়চ্ছে;তবু কি তারা বাংলা ভুলে যাবে?

প্রশ্নগুলো সহজ, কিন্তু উত্তরটা ততটাই গভীর।

পয়লা বৈশাখ মানে শুধু একটি তারিখ নয়, এটি এক অনুভব;এক ঐতিহ্য, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালির জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। কৃষিকাজের সুবিধার জন্য বাংলা সনের সূচনা হয়েছিল। সেই থেকে 'হালখাতা', 'নতুন খাতা', 'মিষ্টিমুখ';সব মিলিয়ে পয়লা বৈশাখ হয়ে উঠেছে নতুন শুরুর প্রতীক।

আজ সময় বদলেছে। কাগজের ক্যালেন্ডারের জায়গা নিয়েছে মোবাইলের স্ক্রিন, হাতে লেখা কার্ডের জায়গা নিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ। কিন্তু ভাষা কি শুধু কাগজে থাকে?

না, ভাষা বেঁচে থাকে মানুষের মুখে, মনের ভেতর, অনুভবের গভীরে।

যে ছেলে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে, সেও যখন বাড়ি ফিরে মায়ের সঙ্গে বাংলায় কথা বলে;সেইখানেই বাংলা বেঁচে থাকে।

যে মেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ইংরেজিতে পোস্ট করে, কিন্তু শুভ নববর্ষ লিখতে ভোলে না;সেইখানেই বাংলা নতুন রূপে ফিরে আসে।

বাংলা কখনো হারিয়ে যায় না, বাংলা শুধু রূপ বদলায়।

আজ হয়তো আর কাগজের শুভেচ্ছা কার্ড নেই, কিন্তু একটি ডিজিটাল পোস্টে, একটি ছোট ভিডিওতে, একটি কবিতার লাইনে;বাংলা নতুন করে জন্ম নিচ্ছে প্রতিদিন।

আজ হয়তো স্কুলের বই ইংরেজিতে, কিন্তু গল্প, গান, ভালোবাসা;এসবের ভাষা এখনো বাংলা।

তাই ভয় নয়, প্রয়োজন ভালোবাসা।

চাপ নয়, প্রয়োজন চর্চা।

পয়লা বৈশাখ আমাদের মনে করিয়ে দেয়;

নতুন মানেই পুরোনোকে ভুলে যাওয়া নয়,

নতুন মানেই পুরোনোকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

বাংলা থাকবে;যতদিন আমরা থাকি, যতদিন আমরা বাংলায় ভাবি, ভালোবাসি, আর বলি;শুভ নববর্ষ।

চৈত্র সংক্রান্তি ও গাজন--কী, কেন, কেমন

চৈতালি পাল (হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

চৈত্র সংক্রান্তি হলো বাংলা বছরের শেষ দিন, অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিন। এর পরের দিনই আসে পয়লা বৈশাখ, নতুন বছরের শুরু। এই দিনটি মূলত এক সংক্রমণ বা পরিবর্তনের দিন;পুরোনো বছরের বিদায়, নতুন বছরের আগমন। গ্রামবাংলায় এই দিনকে ঘিরে মেলা,

সকলকে বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই ঃ

আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

পূজা, ব্রত, এবং বিভিন্ন লোকাচার পালিত হয়। অনেক জায়গায় একে সংক্রান্তি বা সংক্রান নামেও ডাকা হয়।

গাজন হলো মূলত শিবের উপাসনা কেন্দ্রিক একটি লোকউৎসব, যা চৈত্র মাসের শেষ দিকে, বিশেষ করে চৈত্র সংক্রান্তির সময় পালন করা হয়।

এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভক্তি, তপস্যা এবং লোকসংস্কৃতির এক বিশেষ রূপ।

গাজনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃশিবভক্তদের কঠোর ব্রত--- অনেক ভক্ত (গাজন সন্ন্যাসী) উপবাস, নিরামিষ জীবন ও বিভিন্ন কষ্টসহিষ্ণু আচার পালন করেন

চড়ক পূজা গাজনের সবচেয়ে পরিচিত অংশ, যেখানে ভক্তরা চড়ক গাছে দড়ি বেঁধে ঘোরেন (এটি চড়ক গাজন নামেও পরিচিত)

নীল পূজা শিবের আরেক রূপ নীলকণ্ঠকে উদ্দেশ্য করে পূজা

লোকনৃত্য ও গান ঢাক-ঢোল, কীর্তন, শিবের গান;সব মিলিয়ে এক গ্রামীণ উৎসবের আবহ

গাজন ও চৈত্র সংক্রান্তির মূল ভাবনা হলো;

পুরোনো দুঃখ-কষ্ট দুর করা

নতুন বছরের জন্য আশীর্বাদ কামনা

ভক্তির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি

কৃষিভিত্তিক সমাজে এই সময়টি ছিল ফসল তোলার পরের সময়, তাই মানুষ আনন্দ, কৃতজ্ঞতা ও আশার মিশেলে এই উৎসব পালন করত।

সহজ করে বললে

চৈত্র সংক্রান্তি বছরের শেষ দিন

গাজন সেই সময়ের শিবভক্তদের লোকউৎসব ও পূজা

এই দুই মিলেই গড়ে ওঠে বাংলার এক প্রাচীন, রঙিন ও গভীর সংস্কৃতির ছবি;যেখানে ধর্ম, লোকাচার ও মানুষের জীবনের গল্প একসূত্রে বাঁধা।

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড — অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন (গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে
প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি

লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস

(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

পয়লা বৈশাখে নতুন ভাবনা মানবিক সম্পর্ক ও ডিজিটাল ছোঁয়ায় বাঁচুক পাড়ার খুচরা ব্যবসা

অপূর্ব মোহন্ত (মিলন পল্লী, শিলিগুড়ি)

নতুন বছরের শুরু মানেই নতুন সম্ভাবনার দরজা খোলা। কিন্তু বর্তমান সময়ে পাড়ার ছোট খুচরা ব্যবসায়ী, মুদিখানা দোকান কিংবা বস্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে অনলাইন বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার। তবুও এই প্রতিযোগিতার মধ্যেও টিকে থাকার পথ আছে, আর সেই পথের সবচেয়ে বড় শক্তি মানবিক সম্পর্ক ও স্থানীয় সংযোগ।

খুচরা ব্যবসার আসল শক্তি কখনোই শুধু পণ্য নয়, বরং মানুষে মানুষে গড়ে ওঠা বিশ্বাস। পাড়ার দোকানদার মানেই শুধুই বিক্রেতা নন, তিনি একরকম পরিবারেরই অংশ। ক্রেতার প্রয়োজন বোঝা, বিপদে পাশে দাঁড়ানো;এই সম্পর্কই অনলাইনের সঙ্গে পার্থক্য গড়ে দেয়।

আজকের দিনে ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে লোকাল, ডিজিটাল ভাবনাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় নিউজ পোর্টাল ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ধারাবাহিকভাবে নিজেদের দোকানের অফার, পরিষেবা, বিশেষ সুবিধা প্রচার করলে অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। পয়লা বৈশাখ, চৈত্র সেল বা বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করে নিয়মিত বিজ্ঞাপন ও প্রচার ব্যবসায় নতুন গতি আনতে পারে।

তবে শুধু ব্যবসায়িক কৌশল নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতাই সবচেয়ে বড় মূলধন। যেমন পাড়ার কোনো ক্রেতা অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া বা ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করা, জরুরি রক্তের প্রয়োজন হলে রক্তদাতার ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় ওষুধ জোগাড় করে দেওয়া;এইসব ছোট ছোট উদ্যোগই বড় আস্থা তৈরি করে।

কোনো পরিবারের শোকের সময় পাশে দাঁড়ানো, শ্মশানযাত্রায় অংশ নেওয়া বা শ্রাদ্ধ-শান্তিতে সহায়তা করা;এসব সম্পর্ককে আরও গভীর করে তোলে। এছাড়া পাড়ার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় সাহায্য করা, দরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়ানো, উৎসব-অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ;এইসব উদ্যোগ ব্যবসাকে শুধু ব্যবসা রাখে না, সমাজের অংশে পরিণত করে।

আরও কিছু মানবিক উদ্যোগ হতে পারে--প্রয়োজনে বৃদ্ধ বা একাকী মানুষদের বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দেওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ সহযোগিতা করা, স্থানীয় ক্লাব বা সামাজিক অনুষ্ঠানে সহায়তা করা, কিংবা পাড়ার নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া।

এই সম্পর্কগুলোই একসময় ক্রেতার মনে আলাদা জায়গা করে নেয়। তখন কেনাকাটা শুধু প্রয়োজনের জন্য নয়, ভালোবাসা ও বিশ্বাসের টানে হয়। অনলাইন হয়তো সুবিধা দেয়, কিন্তু মানবিক স্পর্শ দিতে পারে না।

পয়লা বৈশাখের এই নতুন সূচনায় তাই প্রয়োজন নতুন ভাবনার; যেখানে প্রযুক্তির সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক হাত ধরাধরি করে এগোয়। তবেই বাঁচবে পাড়ার বাজার, বাঁচবে ছোট ব্যবসা, আর টিকে থাকবে আমাদের সামাজিক বন্ধন।

গ্যাসের রাজনীতি

বাপি ঘোষ (সম্পাদক, খবরের ঘন্টা)

পয়লা বৈশাখের সকাল। নতুন বছরের শুরু, কিন্তু হরিদাসবাবুর রান্নাঘরে একেবারে নিস্তব্ধতা। চুলোর সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে তিনি যেন জীবনের গভীর কোনো দর্শন ভাবছেন।

স্ত্রী ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বললেন,শুনছো, আজ কি তবে উপোস ?হরিদাসবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,উপোস নয়, গ্যাস নেই।

ঠিক তখনই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। বাইরে দাঁড়িয়ে এক হাসিখুশি প্রার্থী, হাত জোড় করে,নমস্কার! কেমন আছেন? কোনো অসুবিধা ?দ

হরিদাসবাবু একটু হেসে বললেন,গ্যাস, গ্যাস, গ্যাস ।প্রার্থী চিন্তিত মুখে বললেন,ওহ! পেটে গ্যাস? ডাক্তার দেখান। তেল-মশলা কম খান, সব ঠিক হয়ে যাবে ।হরিদাসবাবু এবার মাথা নাড়লেন,আরে পেটে গ্যাস নয়, ঘরে গ্যাস নেই! রান্না হবে কী করে ?প্রার্থী একটু থমকালেন, তারপর আবার রাজনৈতিক ভঙ্গিতে বললেন,সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, আমরা আছি তো! এখন তো একটু পরিস্থিতি যুদ্ধ চলছে; ইরানইজরায়েল তাই একটু সমস্যা।

হরিদাসবাবু মুচকি হেসে বললেন,তা বুঝলাম। কিন্তু খালি পেটে থাকলেও তো গ্যাস হয়, সেটা কে সামলাবে ?প্রার্থী হেসে ফেললেন,

আপনি ভোটটা দিন, সব গ্যাস পৌঁছে যাবে আপনার ঘরে !হরিদাসবাবু এবার চশমা নামিয়ে সরাসরি তাকালেন,ভোট দেবো, তবে এক শর্তে।

প্রার্থী উৎসাহিত;বলুন বলুন!

'আপনি নিজে গ্যাস এনে, গ্যাস জ্বালিয়ে, নিজের হাতে রান্না করে আমাকে খাওয়াবেন। তারপর ভোট দেবো।'

এক মুহূর্তে প্রার্থীর হাসি জমে গেল। হাত জোড় করা রইল, কিন্তু কথাগুলো যেন গ্যাসের মতোই উবে গেল।

হরিদাসবাবু দরজা বন্ধ করতে করতে বিড়বিড় করে বললেন, ভোটের আগে সবাই গ্যাস দেয়, ভোটের পর আর চুলোর আগুনটাই দেখা যায় না।

বাইরে রোদ উঠেছে, নতুন বছরের সূর্য।

ভেতরে চুলোর আগুন এখনও জ্বলেনি।

শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত

অশোক পাল (ফুলবাগান মুর্শিদাবাদ)

মহাকাশের মতো গভীর নিস্তব্ধতা নেমে আসুক
ব্যস্ত পৃথিবীর জুড়ে
বায়ুশূন্য মহাকাশে সুবিশাল নক্ষত্র বিস্ফোরণ ঘটে
নিরবে একদম নিঃশব্দে
যার গভীরতা কল্পনাতীত.... !
আর এখানে কানে কানে ফিসফিস
শব্দও দেওয়াল ভেদ করে দেয়
এতো কোলাহল চিল চিৎকার!
এ জীবনে বেশ কিছু শব্দ হীন যন্ত্রণা
বুকের ভিতর অনাদরে লুকিয়ে থাকে
বলা নেই কওয়াও নেই হঠাৎই চাগার দিয়ে ওঠে
সাক্ষীর ভার নিজেকেই বইতে হয়।
তবুও একদিন প্রেম এসে হাজির হয়
মরুভূমির ভিতর
দুহাত বাড়িয়ে দেয়
নিঃসঙ্গ সভ্যতা
একাকিত্বের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে
আপনজন হারিয়ে খুঁজছি
সাদা মেঘের ভেলায় চেপে
যদি বিশ্বাস না হয় এখনো
আয়নায় মুখোমুখি হয়ে দেখ
এক পলকে চৌচির হয়ে যাবে আয়না
ডানাকাটা পরীর মতো বিস্মিত হবি তুই!
আমি তো এতো গুলো বছর তোর অপেক্ষায়
তবু মনে হয় এইতো সেদিন...
আগামী বছর পরের বছর তার পরের বছর
তারও পরের বছর...
শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত শব্দহীন যন্ত্রণা সহ্য করবো!
তুই ভালো থাকিস.... ! !

পয়লা বৈশাখে মিষ্টিমুখের টানে শ্যামলী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বাঙালির ঐতিহ্যের স্বাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন , শিলিগুড়ি বাংলা নববর্ষ মানেই নতুন পোশাক, নতুন স্বপ্ন আর সঙ্গে অবশ্যই মিষ্টিমুখ। পয়লা বৈশাখের এই আনন্দঘন মুহূর্তে বাঙালির চিরন্তন পছন্দ রসগোল্লা, লাড্ডু, সন্দেশ কিংবা অন্যান্য সুস্বাদু মিষ্টি যেন উৎসবের আবহকে আরও মধুর করে তোলে। সেই ঐতিহ্যকে সামনে রেখেই শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া বাজারে শ্যামলী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নিয়ে এসেছে নানা স্বাদের সম্ভার।

উৎসবের এই বিশেষ সময়ে দোকানে সাজানো রয়েছে টাটকা ও আকর্ষণীয় বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি। নরম তুলতুলে রসগোল্লা থেকে শুরু করে সুস্বাদু লাড্ডু, মুখে গলে যাওয়া সন্দেশ;সবকিছুতেই রয়েছে খাঁটি স্বাদ ও যত্নের ছোঁয়া। পরিবারের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হোক বা অতিথি আপ্যায়ন;সবক্ষেত্রেই এই মিষ্টির সম্ভার যেন বাঙালির হৃদয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

শুধু স্বাদই নয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং গ্রাহকবান্ধব ব্যবহারের জন্যও স্থানীয় ক্রেতাদের কাছে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। বছরের বিশেষ দিনগুলিতে এখানকার ব্যস্ততা যেন উৎসবের আবহকে আরও জীবন্ত করে তোলে।

পয়লা বৈশাখের প্রভাতে তাই একটাই বার্তা;মিষ্টিমুখে শুরু হোক নতুন বছর। পরিবারের সঙ্গে, প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাগ করে নিন ভালোবাসার এই মধুর মুহূর্ত। আর সেই আনন্দকে আরও স্মরণীয় করে তুলতে পাশে থাকুক পাড়ার পরিচিত মিষ্টির দোকান--শ্যামলী মিষ্টান্ন ভান্ডার, লালা লাজপত রায় রোড,হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি-- যেখানে স্বাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সম্পর্কের উষ্ণতা।

সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮

গোপাল প্রামানিক

কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

With Best Compliments From :

Ph. 9832028164

IMGK

JAGADISH SARKAR

জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)

যুগ্ম সম্পাদক

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এস আই সার্জিক্যালের গুরুত্বপূর্ণ পদার্পণ

নিজস্ব প্রতিবেদন ,শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য এক ইতিবাচক বার্তা নিয়ে এসেছে এস আই সার্জিক্যাল। আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে এস আই সার্জিক্যালের ডিরেক্টর তথা প্রতিভাবান বাঙালি শিল্পপতি সঞ্জয় মুখার্জী সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন।

শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় 'সিনার্জি টাওয়ার'-এ প্রতিষ্ঠিত এস আই সার্জিক্যাল ইতিমধ্যেই মেডিক্যাল ইকুইপমেন্টের মল হিসেবে পরিচিতি পেতে শুরু করেছে। হাসপাতাল বেড থেকে শুরু করে আইসিইউ সরঞ্জাম, অপারেশন থিয়েটারের আধুনিক যন্ত্রপাতি, ডায়ালিসিস, এক্স-রে, সি-আর্ম, এন্ডোস্কোপি, প্যাথোলজি;স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এক ছাদের নিচে উপলব্ধ করার

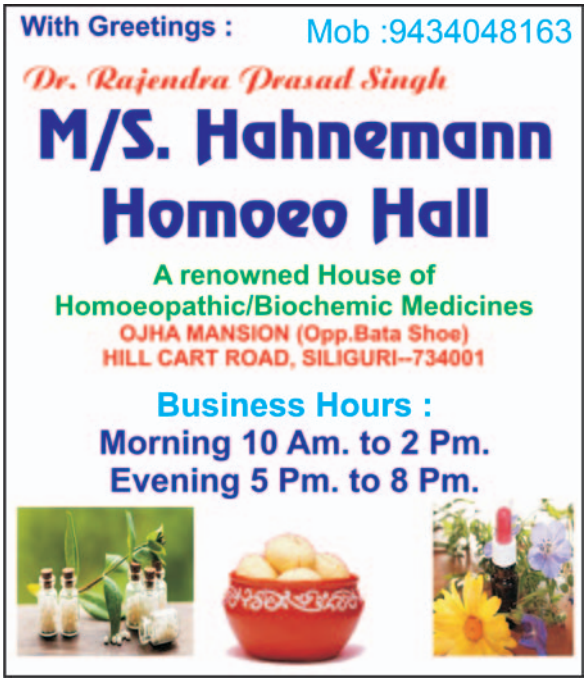

লক্ষ্যে কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ণধার বা ডিরেক্টর হলেন প্রতিভাবান বাঙালি শিল্পপতি সঞ্জয় মুখার্জি। বাঙালি যে শিল্প বাণিজ্য জানে তার জ্বলন্ত উদাহরন সঞ্জয়বাবু। তিনি বহু লড়াই পরিশ্রম করে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন যে প্রতিষ্ঠানের কারখানা থেকে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আজ এস আই সার্জিক্যালের শাখা বিস্তৃত হয়েছে যা প্রত্যেক বাঙালির কাছে একটি গর্ব করার মতো বিষয় বইকি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবায় এই ধরনের একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল সরঞ্জাম কেন্দ্রের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতদিন বহু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য বাইরের রাজ্যের ওপর নির্ভর করতে হত। সেখানে এই উদ্যোগ স্থানীয় হাসপাতাল, নার্সিংহোম এবং চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য ও দ্রুততর করতে সহায়ক হচ্ছে।

এস আই সার্জিক্যালের এই পদার্পণ শুধু একটি নতুন ব্যবসার সূচনা নয়, বরং শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের পথে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় বলেই মনে করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার যে প্রচেষ্টা, তা ভবিষ্যতে বৃহত্তর এলাকার মানুষের উপকারে আসবে বলে আশা করা যায়।

নববর্ষের এই প্রভাতে তাই একদিকে যেমন এস আই সার্জিক্যাল নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দেয়, তেমনই এস আই সার্জিক্যালের মতো উদ্যোগ উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও এক নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে চলেছে সেই কথাও বলা যায়।

অনলাইন বাণিজ্যের চাপে কোণঠাসা খুচরা ব্যবসা, বিকল্প ভাবনায় হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ডিজিটাল যুগে দ্রুত বিস্তার লাভ করা অনলাইন বাণিজ্যের প্রভাবে শহরের খুচরা ব্যবসায়ীরা ক্রমশ কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়ছেন। বিশেষ করে পাড়া-ভিত্তিক বাজারগুলিতে মুদিখানা দোকান ও বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বিক্রি কমে যাওয়ার ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। বর্তমানে স্মার্টফোনের সহজলভ্যতার কারণে অনেকেই মাসিক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অনলাইনের মাধ্যমেই কিনে নিচ্ছেন। সঙ্গে থাকছে বাড়িতে বসেই ডেলিভারির সুবিধা। ফলে স্থানীয় দোকানগুলিতে ক্রেতা সমাগম উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। অন্যদিকে, চৈত্র সেল ও পয়লা বৈশাখকে ঘিরে যে সময়টিতে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে থাকার কথা, সেই সময়েও অনেক দোকানে ক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি নতুন পথ খুঁজতে উদ্যোগী হয়েছে। সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনলাইন বাণিজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একত্রিত করে একটি বিকল্প অনলাইন প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছে।

বৃহস্পতিবার সমিতির সভাপতি দেবশঙ্কর সাহা, সাধারণ সম্পাদক সুজিত ঘোষ (বাপি), চেয়ারম্যান ভজন পাল এবং কোষাধ্যক্ষ স্মরজিৎ সাহাসহ অন্যান্য সদস্যরা জানান, অনলাইন ব্যবসার প্রসারে ছোট খুচরা ব্যবসায়ীরা চাপে পড়েছেন। তাঁদের পাশে দাঁড়াতেই এই উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে হায়দরপাড়া বাজার এলাকার ব্যবসায়ীদের নিয়েই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আলোচনা চলছে।

সমিতির সদস্যরা সাধারণ মানুষের সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, খুচরা ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বহু মানুষের জীবিকা সংকটে পড়বে, কারণ অসংখ্য পরিবার সরাসরি ও পরোক্ষভাবে এই ব্যবসার উপর নির্ভরশীল। পাশাপাশি, স্থানীয় দোকানগুলির কিছু বিশেষ সুবিধার কথাও তাঁরা তুলে ধরেন;যেমন পণ্য পছন্দ না হলে তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের সুযোগ, কিংবা প্রয়োজন অনুযায়ী বাকিতে কেনাকাটার সুবিধা, যা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সচরাচর পাওয়া যায় না। এই প্রেক্ষাপটে স্থানীয় বাজারকে টিকিয়ে রাখতে সম্মিলিত উদ্যোগ এবং ক্রেতাদের সচেতন ভূমিকার ওপর জোর দিচ্ছেন ব্যবসায়ী মহল।

সার্বজনীন উৎসবের রূপে পয়লা বৈশাখ, সম্প্রীতির বার্তা দিলেন স্বপনেন্দু নন্দী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃবাংলা নববর্ষ আজ আর কেবল একটি আঞ্চলিক উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি পরিণত হয়েছে এক সর্বজনীন আনন্দোৎসবে। জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ ভুলে সকলেই আজ পয়লা বৈশাখের আনন্দে শামিল হন;এমনটাই মনে করেন শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী হাই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বপনেন্দু নন্দী। তাঁর মতে, বাংলা নববর্ষ বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অনন্য প্রতিফলন, যা সময়ের সঙ্গে আরও বিস্তৃত হয়ে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে একসূত্রে বেঁধেছে। আজকের দিনে পয়লা বৈশাখ শুধু নতুন বছরের সূচনা নয়, বরং এটি সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও মিলনের প্রতীক। এই বিশেষ দিনকে সামনে রেখে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁর আহ্বান, নববর্ষের এই পবিত্র মুহূর্তে সকলেই যেন ভেদাভেদ ভুলে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে এক সুন্দর ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলার পথে এগিয়ে যান।

পয়লা বৈশাখে ঐতিহ্যের ছোঁয়া শিলিগুড়ির গনেশ ভাণ্ডারে পুজো, ক্যালেন্ডার ও মিষ্টিমুখের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির মধ্য চয়নপাড়ার রমনী সাহা মোড়ে অবস্থিত ছোট্ট অথচ পরিচিত এক নাম; গনেশ ভাণ্ডার। একটি সাধারণ মুদিখানা দোকান হলেও এখানেই মেলে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনীয় জিনিস;সুঁচ থেকে শুরু করে চাল, ডাল, সরষের তেল, আইসক্রিম, চকোলেট;সবকিছুই এক ছাদের নিচে। এই দোকানের শিকড় বহু বছরের পুরনো। স্থানীয় রমনী মোহন সাহা পয়লা বৈশাখের দিনই এই ব্যবসার সূচনা করেছিলেন। সেই ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে আজও প্রতি বছর বাংলা নববর্ষকে ঘিরে বিশেষ আয়োজন করা হয়। দোকানের বর্তমান কর্ণধার টোটোন সাহা জানান, এবছরও পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে পুজো, নতুন বছরের বাংলা ক্যালেন্ডার বিতরণ এবং ক্রেতাদের মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

টোটোনবাবুর কথায়, তাঁদের দোকানের বিশেষত্বই হল;এখানে পাঁচ টাকা বা দশ টাকার মতো ছোটখাটো জিনিসও সহজেই পাওয়া যায়, যা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অসম্ভব। শুধু ব্যবসা নয়, এলাকার মানুষের প্রয়োজনের সময় পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। তবে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কিছু সমস্যার কথাও তুলে ধরেন তিনি। পাড়ার বিভিন্ন উৎসব বা পূজার সময় চাঁদার জন্য প্রায়ই স্থানীয় দোকানগুলির ওপর চাপ পড়ে। কিন্তু বড় বড় অনলাইন ব্যবসার ক্ষেত্রে এমন কোনো চাপ তৈরি হয় না;এই বৈষম্য নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

স্থানীয় মুদিখানা দোকান থেকে কেনাকাটার সুবিধার কথাও মনে করিয়ে দেন টোটোন সাহা। এখানে ক্রেতারা জিনিস হাতে নিয়ে দেখে কিনতে পারেন, প্রয়োজন হলে বাকিতেও কেনাকাটা করা যায়;যা অনলাইন কেনাকাটায় সম্ভব নয়।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন গনেশ ভাণ্ডার হোম ডেলিভারির সুবিধাও চালু করেছে। প্রয়োজন হলে ৭৬৭৯৭৯৮৭২৫ নম্বরে যোগাযোগ করে অর্ডার দিলে ক্রেতাদের বাড়িতেই প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পুরনো দিনের বিশ্বাস আর নতুন সময়ের পরিষেবার মেলবন্ধনে গনেশ ভাণ্ডার আজও

অনলাইনের চাপে ম্লান চৈত্র সেল, কর্মী নিয়োগ বন্ধ শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন বাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন প্রতি বছর চৈত্র সেল ও বাংলা নববর্ষকে ঘিরে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন বাজারে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ব্যস্ততা থাকত চোখে পড়ার মতো। অতিরিক্ত কেনাকাটার ভিড় সামলাতে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ ছিল একপ্রকার নিয়ম। কিন্তু এবছর সেই চেনা ছবি সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, এবার আর আগের মতো ক্রেতাদের ভিড় নেই। ফলে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের প্রয়োজনই পড়েনি। আগে পয়লা বৈশাখের আগে দিনভর দোকানে এতটাই ভিড় থাকত যে ব্যবসায়ীরা খাওয়াদাওয়ার সময় পর্যন্ত পেতেন না। অথচ এবছর হাতে গোনা কয়েকজন ক্রেতাকেই নিজেরাই সামলে নিতে পারছেন দোকানদাররা। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি নিরঞ্জন চন্দ্র কুন্ডু বলেন, অনলাইন বাজার যেভাবে ক্রমশ দখল নিচ্ছে, তাতে স্থানীয় বাজারে ক্রেতার সংখ্যা তলানিতে এসে ঠেকেছে। তিনি জানান, অত্যন্ত কম দামে কাপড়জামা বিক্রি করা সত্ত্বেও এবং তার ওপর অতিরিক্ত ছাড় দেওয়ার পরেও ক্রেতা টানতে পারছেন না তাঁরা। এই পরিস্থিতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে। তাঁদের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে এর প্রভাব পড়তে পারে কর্মসংস্থানের ওপরও। বহু মানুষ বেকার হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, সব ব্যবসা যদি পুরোপুরি অনলাইনের দখলে চলে যায়, তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ছোট ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় কিছু বিধিনিষেধ বা নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন বলেও তাঁরা দাবি জানিয়েছেন।

অনলাইনকে টেক্কা দিতে ডিজিটাল প্রচারে জোর, শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে খুচরা ব্যবসায়ীদের নতুন লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অনলাইন কেনাকাটার বাড়বাড়ন্তের মাঝেই এবার পাল্টা কৌশল নিচ্ছেন শিলিগুড়ির খুচরা ব্যবসায়ীরা। ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে ডিজিটাল সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও বেশি করে বিজ্ঞাপন দেওয়ার দিকে ঝুঁকছেন তাঁরা। লক্ষ্য একটাই;অনলাইন শপিংয়ের সঙ্গে টক্কর দিয়ে আবারও বাজারে ক্রেতার ভিড় ফেরানো।

শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানের বহু পুরনো বস্ত্র ব্যবসা একসময় পয়লা বৈশাখের আগে জমজমাট থাকত। নতুন বছরের কেনাকাটাকে ঘিরে দোকানগুলিতে উপচে পড়ত ভিড়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। বর্তমানে অনলাইন শপিং এবং বড় শপিং মলের প্রভাবে ব্যবসা কার্যত মন্দার মুখে। শিলিগুড়ি মহাবীরস্থান ব্যবসায়ী এলায়েন্সের সভাপতি ঝাওরমল আগরওয়ালা এবং সম্পাদক মাধব ঘোষ জানান, আগের তুলনায় তাঁদের ব্যবসা প্রায় ৩০ শতাংশ কমে গিয়েছে। ক্রেতাদের বড় অংশ এখন অনলাইন কেনাকাটার দিকে ঝুঁকছেন, যা তাঁদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের মতে, অনলাইন কেনাকাটার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। আগাম সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হয়, অনেক সময় পছন্দমতো সাইজ বা রং না মেলায় সমস্যায় পড়তে হয়, আর সেই পণ্য বদল করাও বেশ ঝামেলার। অন্যদিকে, স্থানীয় দোকান থেকে কিনলে ক্রেতারা নিজের হাতে জামাকাপড় দেখে, ছুঁয়ে, যাচাই করে কিনতে পারেন;যা এখনও বড় সুবিধা। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা নতুন পথের খোঁজ করছেন। তাঁরা ভাবছেন নিজেদের ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেশজুড়ে পণ্য বিক্রির সম্ভাবনা নিয়ে। সভাপতি ঝাওরমল আগরওয়ালা জানান, তাঁরা পাইকারি দামে শাড়ি ও বস্ত্র বিক্রি করেন। নতুন প্রজন্মের যারা বর্তমানে ডেলিভারি বয়ের কাজ করছেন, তাঁরা চাইলে এখান থেকে কম দামে পণ্য কিনে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে নিজেরাই স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন।

অন্যদিকে সম্পাদক মাধব ঘোষের বক্তব্য, যদি মানুষ অনলাইন নির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেনাকাটা করেন, তাহলে স্থানীয় অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধজনিত কারণে বস্ত্রের দাম ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। তবুও ক্রেতাদের কথা ভেবে চৈত্র সেলে বিশেষ ছাড় দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি শুরু হয়েছে হোম ডেলিভারির সুবিধাও। আসন্ন নববর্ষ উপলক্ষে থাকছে আকর্ষণীয় অফার, যাতে আবারও ক্রেতারা মুখ ফেরান মহাবীরস্থানের ঐতিহ্যবাহী দোকানগুলির দিকে।

পয়লা বৈশাখে সাংস্কৃতিক আবহ,শিলিগুড়িতে বাংলা নববর্ষ বরণে প্রস্তুত আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃবাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে এ বছরও নানান সাংস্কৃতিক আয়োজনে মেতে উঠছে আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি। সংগীত, নৃত্য, কবিতা এবং প্রভাতফেরির মাধ্যমে বাঙালির এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবকে বরণ করে নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি অর্চনা মিত্র। অর্চনা মিত্র কেবল একজন সংগঠক নন, বরং তিনি সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বাসী। পরনিন্দা বা নেতিবাচক আলোচনায় সময় নষ্ট না করে তিনি সঙ্গীত, কবিতা এবং সমাজসেবামূলক কাজের মধ্যেই নিজের আনন্দ খুঁজে পান বলে জানান। তাঁর মতে, এই ধরনের সৃজনশীল কাজে যুক্ত থাকলে মন ভালো থাকে এবং সমাজেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির পাশাপাশি তিনি ঐকতান মিউজিক গ্রুপ এবং রেড্ডি স্মৃতি ট্রাস্ট ফাউন্ডেশনের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বাঙালির ‘বারো মাসে তেরো পার্বণ’-এর ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করে তিনি প্রায় সারা বছরই নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকেন। তাঁর কথায়, ‘বারো মাসে তেরো পার্বণের থেকেও বেশি অনুষ্ঠান পালন করি আমি। বাংলা নববর্ষকে ঘিরে উৎসবের আবহ আরও গাঢ় করতে তিনি ‘খবরের ঘন্টা’-র সামনে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং নিজের লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যা উপস্থিত সকলের মন ছুঁয়ে যায়।

আধ্যাত্মিকতার আলোকযাত্রা শিলিগুড়িতে সদগুরু স্বামী দেবানন্দ মহারাজের আগমন ঘিরে উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক শিলিগুড়ির আকাশে আবারও এক অনন্য আধ্যাত্মিক আবহের সূচনা হলো। ভক্তদের মধ্যে নতুন করে ধর্মীয় চেতনা ও অন্তরের শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে শহরে এলেন বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক গুরু সদগুরু স্বামী দেবানন্দ মহারাজ।

স্বামী দেবানন্দ মহারাজ একজন সুপরিচিত আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ও প্রজ্ঞাবান প্রবচনকার, যিনি বর্ধমানের স্বামী দেবানন্দ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভক্তদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা, প্রবচন ও কীর্তনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁর বক্তব্যে সদগুরুর গুরুত্ব এবং এক নির্মল, বৈষম্যহীন ধর্মীয় জীবনের দর্শন বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়।

তিনি মনে করেন, তকোনও ধরনের বৈষম্যমুক্ত ধর্মীয় জীবনই প্রকৃত ঈশ্বরিক জীবন।দ এই ভাবনাকে সামনে রেখেই তিনি সকল মানুষকে জাতি-ধর্মের বিভেদ ভুলে একত্রিত হয়ে আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

২৩শে মার্চ ২০২৬ রবিবার শিলিগুড়ির সেবক রোড সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ মারোয়ারি প্যালেসে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে ছিলো দিনভর নানা আধ্যাত্মিক কর্মসূচি।

সকালে ৮টা থেকে শুরু হয় সত্য যুগশান্তি মহানাম যজ্ঞ, এরপর সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হয় দীক্ষা অনুষ্ঠান।

সকাল ১০টা৩০ থেকে ভক্তদের জন্য ছিলো দর্শন ও প্রণাম।

এরপর সকাল ১১টা থেকে শুরু হয় উদ্বোধন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা সন্ধ্যা ৬টা৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে।

দুপুর ১টা এবং রাত ৮টায় নির্ধারিত ছিলো স্বামীজির বিশেষ প্রবচন, যার পরেই ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয় মহাপ্রসাদ।

এই মহতী আয়োজন ভক্তদের জন্য এক বিরল সুযোগ;একদিকে আধ্যাত্মিক সাধনার স্পর্শ, অন্যদিকে জীবনের গভীর অর্থ খোঁজার এক আন্তরিক প্রচেষ্টা। শহরের নানা প্রান্ত থেকে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় এই অনুষ্ঠান ঘিরে ।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে সকলকে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানানো হয়, যাতে একসঙ্গে সকলে খুঁজে নিতে পারেন শান্তি, সম্প্রীতি ও আত্মিক উন্নতির পথ।

বিভিন্ন সময় অসংখ্য দরিদ্র অসহায় মানুষকে সহযোগিতা করেছেন সদগুরু স্বামী দেবানন্দ মহারাজ। বহু দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।আবার অনেক গুরুতর অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তি তাঁর আশীর্বাদে সুস্থ হয়েছেন।প্রতিভাবান এবং ব্যতিক্রমী এই মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ মানুষের কল্যানে বহু ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনা করেছেন। যা এদিনের অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন মহারাজ অনুরাগী শিল্পীরা।সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত বিশেষ করে বহু শিক্ষক, অধ্যাপক,চিকিৎসক, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব,সমাজসেবী আজ তাঁর দর্শন অনুসরণ করছেন।

শুভ নববর্ষ!
সমগ্র দেশবাসীকে শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
SMOKY N SPICY
A.C. ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট এবং লাইভ কিচেন
আমাদের বিশেষ সুবিধাগুলি:
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ডাইনিং (A.C. Dining)
- সরাসরি দৃশ্যমান রান্নাঘর (Live Kitchen)
- জন্মদিন, কিটি পার্টি, গেট-টুগেদার আয়োজন
আমাদের এক ভিন্নধর্মী প্রয়াস:
• বেকার ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা।
• আপনার প্রতিটি খাবারের বিলের অংশবিশেষ বেকার ও অনগ্রসরদের কর্মসংস্থানে ব্যয় করা হবে।
"নিজে পেট ভরান এবং অন্যের পেট ভরাতেও সাহায্য করুন।"
সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতার এক অসাধারণ উদ্যোগ, শিলিগুড়িতে।
+91 353 3569026, 98320 96376 | smokynspicy22@gmail.com
সেঠ শ্রীলাল মার্কেট, মোমো গলির কাছে, শিলিগুড়ি - ০১
Seth Srilal Market, Near Momo Gali, Siliguri - 01

ধোঁয়া ওঠা স্বাদে বদলে যাচ্ছে জীবন শিলিগুড়ির এক রেস্তোরাঁ আজ বহু তরুণের আশার আলো

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃপাহাড় হোক বা তরাই,ডুয়ার্স, কোথাও বন্ধ চা বাগান, কোথাও আবার রুগ্ন অবস্থায় টিকে থাকার লড়াই। সেই প্রভাব পড়ছে হাজার হাজার শ্রমিক পরিবারের জীবনে। কর্মসংস্থানের অভাবে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন বহু তরুণ-তরুণী। ঠিক এমন সময়েই শিলিগুড়ির প্রাণকেন্দ্রে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ যেন নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে।

এই উদ্যোগের নাম , স্মোকি এন্ড স্পাইসি।

এখানে আপনি শুধু খেতে আসেন না, আপনি আসলে কারও জীবনে আলো জ্বালাতে সাহায্য করেন।

শিলিগুড়ির শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের মোমো গলির পাশে অবস্থিত এই রেস্তোরাঁয় কাজ করছেন বহু পিছিয়ে পড়া চা বাগান ও বস্তি এলাকার ছেলে-মেয়েরা। কেউ এখানে কাজ করে নিজের পরিবার চালাচ্ছেন, কেউ আবার নিজের পড়াশোনার খরচ তুলছেন।

আলিপুরদুয়ারের সঙ্কোশ চা বাগানের তরুণ ইমানুয়েল সার্কির কথাই ধরা যাক। একসময় চা পাতা তুলে কঠোর পরিশ্রম করেও সংসার চলছিল না। আজ তিনি এই রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ করে কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছেন।

অন্যদিকে ডুয়ার্সের এক রুগ্ন চা বাগানের বাসিন্দা এবেন্দার রাই আজ এখানে রান্নার কাজ করে নিজের পরিবারকে ভালোভাবে চালাতে পারছেন। তাঁর কথায়, তআগে পেটে ভাত জুটতো না, এখন অন্তত দু'বেলা খেতে পারছি।দ

২০২২ সালের পয়লা বৈশাখে কেন্দ্র সরকারের প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রামের অধীনে এই রেস্তোরাঁ শুরু করেন তরুণ সমাজসেবী কৌশিক চক্রবর্তী। তাঁর লক্ষ্য ছিল একটাই ; কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবনে স্বনির্ভরতা আনা।

শুধু সামাজিক দিক নয়, খাবারের দিক থেকেও এই রেস্তোরাঁ দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সকালের জলখাবার থেকে দুপুর ও রাতের খাবার;সবই পাওয়া যায় এখানে। ভারতীয় খাবারের পাশাপাশি চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল ও সাউথ ইন্ডিয়ান নানা পদ রয়েছে মেনুতে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল লাইভ কিচেন, যেখানে আপনি নিজের চোখে দেখতে পারবেন কীভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে রান্না হচ্ছে।

মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যেই খাবারের দাম রাখা হয়েছে। শপিং করতে এসে বিধান মার্কেট, হংকং মার্কেট বা শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে ঘুরতে ঘুরতে সহজেই এখানে ঢুঁ মেরে যেতে পারেন। এমনকি লাগেজ রেখে একটু ফ্রেশ হওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।

শুধু তাই নয়, খুব শীঘ্রই এখানে লজিং ব্যবস্থাও চালু হতে চলেছে, যা পর্যটক ও ক্রেতাদের জন্য আরও সুবিধাজনক হবে।

আজ এই রেস্তোরাঁ শুধু একটি খাবারের জায়গা নয়;এটি হয়ে উঠেছে সামাজিক পরিবর্তনের এক অনন্য উদাহরণ। যেখানে স্মোকি মানে ধোঁয়া ওঠা গরম খাবার, আর স্পাইসি মানে জীবনের স্বাদ ফিরে পাওয়া।

স্বাদে ভরপুর, আড্ডায় অটুট

চলে আসুন এই ভিন্নধর্মী ঠিকানায়, যেখানে প্রতিটি প্লেটে শুধু খাবার নয়, পরিবেশন করা হয় এক টুকরো আশার গল্প।

শিল্প ও সমাজসেবায় অবদানের স্বীকৃতি, উৎপল সরকারকে সংবর্ধনা খবরের ঘন্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য উৎপল সরকারকে সংবর্ধনা জানালো খবরের ঘন্টা। সোমবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সম্মান প্রদান করা হয়।

খবরের ঘন্টা বিভিন্ন সময় দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা কিংবা অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য মানবিক আবেদনভিত্তিক সংবাদ প্রকাশ করেছে। সেইসব আবেদনে বারবার সাড়া দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন উৎপল সরকার ও তাঁর সংগঠনের সদস্যরা।

এই মানবিক উদ্যোগ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই এদিন তাঁকে সম্মানিত করা হয়। শিলিগুড়ির সেবক রোডের দুই মাইলে অবস্থিত শিল্প তালুকে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে সংবর্ধনা তুলে দেওয়া হয়।

উপস্থিতদের মতে, শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার যে দৃষ্টান্ত উৎপল সরকার স্থাপন করেছেন, তা অন্যদের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

ভোটের প্রচারে প্লাস্টিক বর্জনের আহ্বান, দূষণমুক্ত নির্বাচনের বার্তা শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই জোরদার হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার কার্যক্রম। শহরের অলিগলি থেকে প্রধান সড়ক;সব জায়গাতেই চোখে পড়ছে ব্যানার, পোস্টার, ফ্লেক্স, ফেস্টুন ও পতাকার ছড়াছড়ি। তবে এই প্রচারের মাঝেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়;প্লাস্টিকের অতিরিক্ত ব্যবহার।

এই প্রেক্ষাপটে শিলিগুড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী ও পরিবেশকর্মী জ্যোৎস্না আগরওয়ালা সকল রাজনৈতিক দলের কাছে এক আন্তরিক আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ভোট প্রচার অবশ্যই প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করাও সমানভাবে জরুরি।

তিনি জানান, প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি ব্যানার, ফেস্টুন বা পতাকা ব্যবহারের ফলে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। শুধু প্রকৃতিই নয়, এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে মানুষ ও জীবজগতের উপরও। তাই তিনি সকল দলকে প্লাস্টিক বর্জন করে পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহারের আহ্বান জানান।

এছাড়াও বড় আকারের হোর্ডিং নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর মতে, বিভিন্ন স্থানে যেভাবে বিশাল হোর্ডিং লাগানো হচ্ছে, তা ঝড় বা বৃষ্টির সময় ভেঙে বা উড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে ঘন ঘন ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতিতে বিষয়টি আরও গুরুত্ব সহকারে দেখা প্রয়োজন।

সব মিলিয়ে তাঁর বার্তা স্পষ্ট,নির্বাচন হোক সচেতনতার, পরিবেশ রক্ষার এবং নিরাপত্তার;দূষণমুক্ত ভোটই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

অনলাইনে সস্তার ফাঁদ! মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যে প্রতারিত ক্রেতারা, সতর্কবার্তা শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ অনলাইনে কম দামে পণ্য কেনার লোভে বহু মানুষ দ্রুত অর্ডার করছেন, কিন্তু সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। জানা যাচ্ছে, বহু অনলাইন বিক্রেতা বড় কোম্পানির কাছ থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সংগ্রহ করে তাতে নতুন করে ভুয়ো এক্সপায়ারি তারিখ বসিয়ে বিক্রি করছেন। ফলে ক্রেতারা সস্তার আশায় পণ্য কিনলেও গুণগত মানের দিক থেকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

রবিবার শিলিগুড়িতে একাধিক খুচরা ব্যবসায়ী এই অভিযোগ তুলে ধরেন। শিলিগুড়ি হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রদীপ রায় এবং সহ-সম্পাদক দুলাল পাল জানান, অনলাইন কেনাকাটার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ প্রায়ই প্রতারিত হচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, সরাসরি বাজারে এসে পণ্য দেখেশুনে কেনা হলে এই ধরনের সমস্যার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। বিশেষ করে বস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে অনলাইনে ছবি দেখে অর্ডার করার পর অনেক সময় রং, মাপ বা মান নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয়। এরপর সেই পণ্য বদলানো নিয়েও ক্রেতাদের নানা ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়। অথচ দোকানে গিয়ে সরাসরি পণ্য যাচাই করে কিনলে এই সমস্যাগুলি এড়ানো সম্ভব বলে মত ব্যবসায়ীদের।

প্রদীপবাবু ও দুলালবাবু সহ ব্যবসায়ী মহল সকলকে অনলাইন কেনাকাটার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। একই সঙ্গে আসন্ন পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে শিলিগুড়ি হকার্স কর্নারে নতুন নতুন পোশাকের সম্ভার এসেছে। চৈত্র সেল উপলক্ষে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ ছাড়ও, যাতে ক্রেতারা সরাসরি এসে নিশ্চিন্তে কেনাকাটা করতে পারেন।

চাকরি নয়, শিল্প গড়ার স্বপ্ন ঃ তরুণদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃঅদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে সামান্য থেকে অসামান্য হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়;এই বিশ্বাসই আরও একবার সামনে এল শিলিগুড়ির শিল্প তালুক থেকে। এখানে এমন এক উদ্যোক্তার গল্প শোনা যায়, যিনি একসময় মাত্র ৬০০ টাকা মাসিক বেতনের চাকরি করতেন, আর আজ নিজ প্রচেষ্টায় তিনটি শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই উদাহরণ তুলে ধরে শিল্প গড়ার মানসিকতার ওপর জোর দিলেন উৎপল সরকার । খবরের ঘন্টার সঙ্গে কথোপকথনে তিনি জানান, শিল্প স্থাপনের মূল চাবিকাঠি হলো ভেতরের সেই তাগিদ;শিল্প গড়ার 'খিদে'। মানুষের মধ্যে যদি সেই মানসিকতা থাকে, তাহলে শিল্প গড়ে ওঠা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তিনি বলেন, বর্তমানে সরকারি দপ্তরগুলি নতুন শিল্প স্থাপনে সহায়ক ভূমিকা নিতে প্রস্তুত। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে, পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে উদ্যোক্তাদের জন্য। উৎপল সরকারের মতে, শিলিগুড়ি আজ দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে নিজস্ব পরিচিতি তৈরি করেছে। সেবক রোডের শিল্প তালুকেই বর্তমানে প্রায় ১০৫টি শিল্প ইউনিট সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। তবে এখানেই থেমে থাকতে চান না তাঁরা। তাঁর আশা, নতুন প্রজন্ম আরও বেশি করে শিল্প কারখানা গড়ার দিকে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

নিজের জীবনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, তাঁর বাবা চেয়েছিলেন তিনি একটি স্থায়ী চাকরি করুন। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তাঁর মন ছিল শিল্প গড়ার দিকে। সেই স্বপ্ন নিয়েই তিনি এগিয়ে চলেছেন এবং আজ তাঁর নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করছে।

সবশেষে তাঁর বার্তা স্পষ্ট;চাকরির পিছনে ছোটা নয়, বরং নতুন কিছু গড়ে তোলার সাহসই ভবিষ্যতের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় --৩২)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহি করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যায়। ' মেরি সাধন সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহেনেকে লিয়ে। যবতক সাধন হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েহী, সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বঁহেগি তবতক গঙ্গা রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়। ইয়হ কর্ম সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়।কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গী।" কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে ঋষিকেশের গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন।--মুসাফীর।)

ছোট বেলা থেকে দেখে আসছে। খুবই বিশ্বস্ত আজ সবাইকে তাড়াতাড়ি রাত্রের খাওয়া সেরে নিতে বললেন। রাত একটু এগুতেই এক মত্ত হস্তি কলাবাগানে ঢুকে পড়লো।প্রায় সারা রাত ধরে হস্তির মত্ততা চললো। অনুরাধার মনে হলো ভূমিকম্প হচ্ছে। অবশেষে হস্তির মত্ততা শান্ত হলো--প্রায় রাতের শেষ প্রহর। অন্যদিনের তুলনায় অনুর বেশ দেরিতে ঘুম ভাঙলো। পাশে নিঃশ্চিন্ত মনে অভি ঘুমিয়ে রয়েছে--মুখে একটা বেশ প্রশান্তি ভাব। অনু হাসলো তার সমস্ত শরীরে বিশেষ করে তলপেট, উরুসন্ধিস্থল ও কোমরে এত ব্যথা যে নড়াচড়া করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। হাঁটতে গেলে খুব ব্যথা হচ্ছে-- এই ব্যথার সুখটাই অনু চেয়েছিলো। ওর বান্ধবীদের কাছে মিলনের কত গল্প শুনেছে, বেশিরভাগ নারী চায় তার পুরুষ মিলনের সময় একটু আসুরিক হবে। যেটা অনুর ভাগ্যে জোটেনি। তার প্রথম স্বামী এতটাই ধীর স্থির যে দৈহিক মিলনে অনুরাধা নিজের মতো করে তৃপ্ত হতে পারতো না। গতরাতে অভি সম্পূর্ন বিপরীত, অনুকে একেবারে তছ-নছ করে ভাসিয়ে দিয়েছে। ওর মধ্যে আনন্দের রস একেবারে টইটম্বুর। কলসের মধ্য হতে এখনও রস উপছে পড়ছে।দিল্লি রওনা হওয়ার আগে অভি অনুরাধাকে কাছে টেনে নেয়। তুমি আমার মধ্যে এতটাই এনার্জি ভরে দিয়েছো যে যে কোনো ট্রেনিং যত কঠিনই হউক না কেন আমি খুব সহজে উত্তীর্ন হয়ে যাবো। অনু বলে তুমি আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলে। এখন ঘুমানো কঠিন হবে, যদি এলাউ করে ফোন করো। সোনাদাদুকে বলে যাচ্ছিট্রেনিং শেষে পোস্টিং অর্ডার হবে, মাঝে একটা মাসখানেকের গ্যাপ থাকবে। ওই সময়ে আমাদের সামাজিক বিয়েটা সেরে নেবো। (ক্রমশ)

সম্পীতির বার্তা

চিত্তরঞ্জন সরকার

(স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ঘোঘোমালির বাসিন্দা)

মালিকরুপে ছিলেন যখন সৃষ্টিকর্তা নিজে,
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ছিলো তাঁরই করায়ত্বে,
দিনরাত,জন্মমৃত্যু সবই তাঁর সৃষ্টি,
মানুষ অমানুষ, ধর্ম- অধর্ম সকলেতেই তাঁর দৃষ্টি।
আদি মানব মনোনয়ে প্রেরণ করলেন আদমেরে,
স্বর্গের ভার দিলেন তারই উপরে,
সকল খাদ্য ভোগ-উপভোগ করলেন তিনি,
বাধা থাকলো শুধু জ্ঞানবৃক্ষের ফলখানি।
প্ররোচনার শিকার হয়ে লঙ্ঘিলেন স্রষ্টাকে,
শাস্তিবর পেলেন আদম সরাসরি মর্ত্যে,
নিক্ষেপিত হলেন তিনি, নিয়ে দুঃখের ডালি,
অনাচার, অধর্মে মর্ত্য ভরলো, দিয়ে ধর্মকে বলি।
হিন্দু-মুসলমান মোরা একই স্রষ্টার সন্তান,
মানব বন্ধনে জুড়ো, দিয়ে আত্ম বলিদান,
ছড়াও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, সম্প্রীতির বার্তা,
খুশি হবেন জগৎ স্রষ্টা সকলের পিতা।

মা সারদা

অর্চনা মিত্র
(প্রধান নগর, বাঘাযতীন কলোনি, সভাপতি, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি ,শিলিগুড়ি শাখা)

ধন্য হল বিশ্ব মাগো তোমার চরণ ধুলিতে
নিত্য বাজে হৃদয় মাঝে কৃপা সিন্ধু পথে যে
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমের পূজারী তুমি বিশ্ব জনের মা।
তোমার আসন তলে মাগো থাকবো
ধূসর ধুনা হয়ে তুমি মাগো সীতা সাবিত্রী
অনন্যা নারীর মহিমা তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের
পরমহংসের দেবী রূপে পূজিতা ষোড়শী মা।
হৃদয়ে মাঝে জলে চিন্ময় আলো জন্মজন্মান্তর
সবাইকে রেখো ভালো শরণাগত
তোমার চরণ রক্ষা কর্তা তুমি তোমার মন্ত্রে
দীক্ষিত মাগো মিথ্যা নাহি জানি বৃত্তের
আলো জ্বালাও মাগো
অদৃশ্য মায়াজালে তুমি জগতের জাগ্রত
দেবী তুমি মা সারদে যুগ সন্ধির অন্ধকার
কেও আলোর দিশা দেখাও মানুষ রুপে
জগৎ শ্রেষ্ঠ আসন ।
প্রেম বাণী দিয়ে বলেছিলে সতেরো মা
অসতের মা তুমি বিরাজিত স্মরণে শান্তি
নীড়ে মা সারদা স্বর্ণ কমল তুমি কল্পতরু
রুপে জগদম্বে ঠাকুর মা জননী থেকো প্রতি
ঘরে ঘরে।

সকলকে শুভ নববর্ষ
সকলকে খবরের ঘন্টার
পক্ষ থেকে
বাংলা নববর্ষের প্রীতি
ও শুভেচ্ছা জানাই :

অনলাইন নয়, বাজারেই ফিরুক বাঙালির প্রাণ স্বাস্থ্য, ধৈর্য ও ঐতিহ্যের পক্ষে নির্মল পালের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শহরের দ্রুতগতির জীবনে যখন অনলাইন কেনাকাটা দিন দিন অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে, তখন সেই প্রবণতার বিপরীতে এক ভিন্ন মত তুলে ধরলেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্মল কুমার পাল, যিনি এলাকায় 'নিমাই' নামেই অধিক পরিচিত। বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে তাঁর এই মতামত যেন একদিকে স্বাস্থ্যসচেতনতার বার্তা, অন্যদিকে হারিয়ে যেতে বসা বাঙালির ঐতিহ্যের প্রতি এক আন্তরিক আহ্বান।

নির্মলবাবুর কথায়, তঅনলাইনে বসে কেনাকাটা যতই সহজ মনে হোক না কেন, বাজারে গিয়ে হেঁটে হেঁটে জিনিস কেনার যে উপকারিতা, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর মতে, বাজারে ঘুরে কেনাকাটা করলে শরীরচর্চা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায়। হাঁটাচলার মাধ্যমে শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমে, সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকে, এমনকি মানসিক প্রশান্তিও পাওয়া যায়। প্রতিদিনের এই ছোট ছোট অভ্যাসই দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ জীবনের পথ তৈরি করে।

শুধু শারীরিক উপকারিতাই নয়, বাজারে গিয়ে কেনাকাটার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন তিনি;ধৈর্য। ভিড়, যানজট বা দোকানে অপেক্ষার সময় পার করার মধ্যে দিয়েই মানুষের সহনশীলতা বাড়ে। এই অভিজ্ঞতা মানুষকে আরও সংযত ও সহিষ্ণু করে তোলে, যা আজকের তাড়াহুড়োর জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অন্যদিকে, অনলাইন কেনাকাটার বিভিন্ন অসুবিধার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নির্মলবাবু। তিনি বলেন, তঅনলাইনে কেনাকাটা করলে অনেক সময় পণ্যের গুণমান নিয়ে সন্দেহ থাকে। তাছাড়া স্থানীয় দোকানদারের মতো বাকিতে জিনিস কেনার সুবিধাও সেখানে পাওয়া যায় না।দ এর পাশাপাশি তিনি সাইবার প্রতারণার ঝুঁকির বিষয়েও সতর্ক করেন। তাঁর মতে, তআজকাল অনলাইন প্রতারণা বা সাইবার ক্রাইম যেভাবে বাড়ছে, তাতে অসাবধানতাবশত মুহূর্তের মধ্যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। কিন্তু স্থানীয় দোকান থেকে কেনাকাটা করলে সেই ভয় থাকে না।

সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে নির্মলবাবু আরও বলেন, সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলাচ্ছে, কিন্তু সেই পরিবর্তনের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণ;প্রতিটি উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতি ও ঋতুর সম্পর্ক। কিন্তু আজকের প্রজন্মের মধ্যে সেই সচেতনতার অভাব দেখা যাচ্ছে,মন্তব্য তাঁর।

তিনি আক্ষেপের সুরে জানান, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক অনেক তরুণকে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, বঙ্গাব্দ কিংবা বাংলা মাস-তারিখ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। একসময় পয়লা বৈশাখ, হালখাতা, চৈত্র সেল কিংবা নতুন বাংলা ক্যালেন্ডার সংগ্রহকে ঘিরে যে উৎসাহ দেখা যেত, আজ তা অনেকটাই ম্লান।

শেষে তাঁর আবেদন, আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়েও যেন আমরা আমাদের শিকড়কে ভুলে না যাই। বাজারে গিয়ে কেনাকাটা শুধু অর্থনৈতিক লেনদেন নয়, এটি এক সামাজিক বন্ধন, এক সাংস্কৃতিক চর্চা;যা আমাদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখে। বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে এই বার্তাই তিনি তুলে ধরতে চান সকলের সামনে।

গণতন্ত্রের বার্তা ছড়িয়ে শিলিগুড়িতে এসভিইইপি উদ্যোগ আঁকায়, মানবশৃঙ্খলে ভোট সচেতনতার রঙিন ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ি মহকুমায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-কে সামনে রেখে ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক ব্যতিক্রমী সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন ইলেকটোরাল পার্টিসিপেশন কর্মসূচির আয়োজন করা হলো। এই উদ্যোগটি অনুষ্ঠিত হয় ইলা পাল চৌধুরী মেমোরিয়াল ট্রাইবাল হিন্দি হাই স্কুলে , যেখানে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহী অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল এথিকাল ইলেকট্রোরাল প্র্যাকটিস বা নৈতিক নির্বাচন চর্চা বিষয়কে কেন্দ্র করে আয়োজিত 'সিট অ্যান্ড ড্র' প্রতিযোগিতা। প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রী এতে অংশ নেয় এবং নিজেদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে গণতন্ত্রের বার্তা তুলে ধরে। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পদক প্রদান করা হয় শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারদের উপস্থিতিতে।

এর পাশাপাশি আয়োজন করা হয় একটি মানবশৃঙ্খল, যার মাধ্যমে দার্জিলিং ভোটস বার্তা তুলে ধরে ভোটদানে সকলের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এই মানবশৃঙ্খল ছিল সচেতনতার এক দৃশ্যমান প্রতীক, যা স্থানীয় মানুষের মধ্যেও ইতিবাচক সাড়া ফেলে।

অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ 'সেলফি জোন'-এর ব্যবস্থাও করা হয়, যেখানে ছাত্রছাত্রী ও উপস্থিত ব্যক্তিরা ছবি তুলে গণতন্ত্রের এই উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখেন।

এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ভোটদানের গুরুত্ব ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলার প্রয়াস স্পষ্ট। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকল গণমাধ্যমকে এই ইতিবাচক উদ্যোগটি তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছে, যাতে সমাজের বৃহত্তর অংশে পৌঁছে যায় গণতন্ত্রের এই বার্তা।

অসুস্থ শরীর, অদম্য মনোবল ঃসাহিত্য ও সংগীতে এগিয়ে চলেছেন নির্মলেন্দু ও গোপা দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া এলাকার শরৎচন্দ্র পল্লীতে অবস্থিত বিজ্ঞানী-কবি নির্মলেন্দু দাসের বাসভবনে প্রবেশ করলেই ধরা পড়ে এক দীর্ঘ সাফল্যের ইতিহাস। ঘরের চারপাশে সাজানো অসংখ্য পুরস্কার, সম্মাননা স্মারক, ট্রফি ও সনদ যেন তাঁদের নিরলস সাধনার নীরব সাক্ষী। নির্মলেন্দু দাস, তাঁর সহধর্মিণী খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী গোপা দাস এবং পরিবারের প্রবীণ সদস্য মুকুল দাস; তিনজনই তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান অর্জন করেছেন। বিশেষ করে কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে পাওয়া স্বীকৃতিগুলি উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত একাধিক অনুষ্ঠানে এই দম্পতির সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হয়েছে নতুন পালক। মৌলালী যুব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'প্রতিভা সন্ধানে' পত্রিকার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্ব সাহিত্য সম্মেলন ২০২৫-এ তাঁরা সম্মানিত হন। পাশাপাশি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবং হুগলির ধনিয়াখালিতে 'মাতৃভূমি' সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের বিশেষভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এইসব অনুষ্ঠানে নির্মলেন্দু দাস যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য স্বীকৃতি পেয়েছেন, তেমনি গোপা দাসও সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে প্রশংসিত হয়েছেন। জোড়াসাঁকোর অনুষ্ঠানে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের তরফে গোপা দাসকে 'বেস্ট সিঙ্গার এক্সিলেন্স' সম্মানে ভূষিত করা হয়। অন্যদিকে ধনিয়াখালির অনুষ্ঠানে তিনি অর্জন করেন 'সঙ্গীত সুধাকর' উপাধি।

বর্তমানে দু'জনেই শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করছেন। তবুও তাঁদের সাহিত্যচর্চা ও সংগীতসাধনা এক মুহূর্তের জন্যও থেমে নেই। কবিতা রচনা, সঙ্গীতচর্চা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁরা এখনও সক্রিয়। তাঁদের বিশ্বাস, সাহিত্য ও সংগীতই তাঁদের মানসিক দৃঢ়তা জোগায় এবং জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে সহায়তা করে।

দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফলস্বরূপ তাঁদের একাধিক গ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁদের এই অদম্য সাধনা সমাজের কাছে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

উল্লেখ্য, অর্নব দত্ত, সজল সাঁতরা, সহদেব দলুই প্রমুখের আমন্ত্রণ ও উদ্যোগে নির্মলেন্দু দাস ও গোপা দাস কলকাতায় উপস্থিত হয়ে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন।

"মানবতার সেবাই প্রকৃত ঈশ্বর সেবা"

পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

PURNIMA BASU MEMORIAL TRUST

গভঃ রেজিঃ নং-IV/0711--00044

অফিস ঃ লেকটাউন, শিলিগুড়ি ঃ শাখা- দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি

দুঃস্থ - অসহায় মানুষের সেবায় উৎসর্গীকৃত দাতব্য সংস্থা

--ঃ বিপন্ন মানবতার সেবায় গৃহীত কর্মসূচি ঃ--

স্থায়ী কর্মসূচি

(আগ্রহী সংস্থার যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাবও স্বাগত)

১) দুঃস্থ অসহায় একক মহিলাদের আর্থিক সেবা।

২) দুঃস্থ -অসহায় প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সেবা।

৩) দুঃস্থ-অসহায় মহিলা ক্যান্সার রোগীকে আর্থিক সেবা

৪) দুঃস্থ- অসহায় একক মহিলার মেধাবী সন্তানকে (দশম-দ্বাদশ) আর্থিক সেবা

৫) দুঃস্থ- অসহায় একক মহিলা রোগীদের ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্সে বিনামূল্যে সেবা।

বিঃ দ্রঃ - আবেদনপত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই সেবা প্রদান করা হয়।

অস্থায়ী কর্মসূচি

(আগ্রহী সংস্থা/সংগঠনের সাথে যৌথ উদ্যোগে)

১) দুঃস্থ-অসহায় মহিলাদের স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষন কেন্দ্রের জন্য পৌনঃপুনিক আর্থিক অনুদান।

২) প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি শিক্ষার্থীদের (প্রথম-অষ্টম শ্রেণীর স্কুল ছুট ও স্কুলহীন) কোচিং সেন্টারের জন্য পৌনঃপুনিক আর্থিক অনুদান।

৩) দুঃস্থ-অসহায় মানুষের জন্য কম্বল, শাড়ি, মশারী ও সংগৃহীত বস্ত্র বিতরন।

৪) দুঃস্থ- অসহায় মানুষের মধ্যে শুকনো খাদ্যসামগ্রী বা রান্না করা খাবার বিতরন।

৫) প্রান্তিক অনগ্রসর এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসা ও চোখ পরীক্ষা শিবির।

ব্যতিক্রমী সেবা

"মানবতার সেবাই প্রকৃত ঈশ্বর সেবা" এই মহান ব্রতকে পাথেয় করে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নীতিশ বসু গত ০৩.০৮.২০২৫ তারিখে শিলিগুড়ির আনন্দমার্গ আশ্রমে পূর্ণিমা বসু স্মৃতি ভবনের (স্কুল বিল্ডিং) শিলান্যাসের মাধ্যমে ৭০ লক্ষ টাকা দানে ব্রতী হন। মানব কল্যাণে উৎসর্গীকৃত শ্রীবসুর এই মহান দান শিলিগুড়ির বুকে সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যোগাযোগ ঃ শিলিগুড়ি -- 9332932499, দার্জিলিং -- 8777567519, জলপাইগুড়ি -- 9635952028

নীতিশ বসু

চেয়ারম্যান

শুভেচ্ছা

নববর্ষ উপলক্ষে প্রিয় " খবরের ঘন্টা" এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের কাজে যুক্ত 'খবরের ঘন্টার' সকলকে "পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানাই সকলকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার।

শিলিগুড়িতে ইগনুর ৩৯তম সমাবর্তন ‘যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি’ দর্শনে মুক্ত শিক্ষার জয়গান

যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি;শ্রীরামকৃষ্ণের এই কালজয়ী দর্শন এবং রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানতৃষ্ণাকে পাথেয় করে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হলো ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (ইগনু)-এর ৩৯তম আঞ্চলিক সমাবর্তন। শিলিগুড়ির সেলেসিয়ান কলেজের ‘মারেঙ্গো হল’-এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ ও ব্যাপ্তি নিয়ে আলোকপাত করেন বিশিষ্টজনেরা।

মঙ্গলবার দিল্লির মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই আঞ্চলিক সমাবর্তন সম্পন্ন হয়। দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন এবং উপরাজ্যপাল তরণজিৎ সিং সান্ধু।

শিলিগুড়ির অনুষ্ঠানে ‘সম্মানীয় অতিথি’ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত বসু। তিনি তাঁর ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষ্মযতদিন বাঁচি ততদিন শিখিক্ষ্ম এবং রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্মবিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানিক্ষ্ম পঙ্‌ক্তির অবতারণা করে বলেন, জ্ঞান অসীম এবং মানুষের শেখার কোনো শেষ নেই। তিনি উল্লেখ করেন, যারা মনে করেন ‘সব জানি’, তাদের শেখার দরজা বন্ধ হয়ে যায়; অন্যদিকে সক্রেটিসের মতো যারা মনে করেন ‘কিছুই জানি না’, তাদের মধ্যেই প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

মুক্ত ও দূরশিক্ষার মাধ্যমে ইগনু যেভাবে প্রান্তিক ও গ্রামীণ স্তরে শিক্ষা পৌঁছে দিচ্ছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন অধ্যাপক বসু। তিনি জানান, ইগনুর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও স্টাডি সেন্টারগুলো শিক্ষার্থীদের ভর্তি থেকে শংসাপত্র প্রাপ্তি পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সহায়তা করছে।

ইগনুর বরিষ্ঠ আঞ্চলিক অধিকর্তা ড. বিশ্বজিৎ ভৌমিক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান

সমগ্র ভারতে এবার ৩ লক্ষ ২৪ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা লাভ করেছেন।

শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের অধীনে মোট ২২৪৭ জন শিক্ষার্থী সফল হয়েছেন।

এদিন সমাবর্তনে ১৪৬ জন সশরীরে উপস্থিত হয়ে ডিগ্রি গ্রহণ করেন এবং বাকি ২১০১ জন অনুপস্থিত অবস্থায় ডিগ্রি পাচ্ছেন।

আঞ্চলিক এই কেন্দ্রে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫৩ শতাংশ এবং তফশিলি জাতি (এসসি), উপজাতি (এসটি), ও ওবিসি মিলিয়ে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীর হার ৬৮ শতাংশের বেশি।

এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইংরেজিতে সঞ্চালনা করেন সোমা দাস। ইগনুর এই মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা আগামীদিনে জাতি গঠনে আরও বড় ভূমিকা নেবে বলে আশাপ্রকাশ করা হয় অনুষ্ঠান থেকে।

শুভ নববর্ষ

রিঙ্কু মিত্র (পাল)

কল্যাণী,নদীয়া।

নববর্ষ দিচ্ছে হাতছানি,
ঘুচে যাক সমস্ত বিভেদ,
অবসাদ গ্লানি।
চারিদিকে যুদ্ধের অস্থিরতা,
এদিকে বাংলায় আসন্ন নির্বাচনের তরজা।
নিত্যদিন নানান দুর্ঘটনা!
জীবন সংগ্রামে কেবলি দুর্ভাবনা।
তবুও নতুন করে স্বপ্ন দেখে মানুষ,
আশায় বাঁধে বুক।
নতুন বছরের কাছে এই প্রত্যাশা - সকলের জীবনে
বয়ে আনুক...একটু
আশার আলো।
একটু শান্তি,একটু সুখ,
সবাই ভালো থাকুক।
শুভ নববর্ষের প্রভাতের
নতুন আলোয়....
কেটে যাক সমস্ত দুর্যোগ,
মুছে যাক অন্ধকার।
ধুয়ে যাক সমস্ত কালিমা,
জরাজীর্ণ দূরে যাক।
চির অক্ষয় হয়ে থাকুক
পয়লা বৈশাখ।
নতুন বছর শোনাক আশার বাণী।